শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি
পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য

বরাত বিহীন

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

[বহুবিধ মুদ্রা, সরস্বতীর ধ্যান, কবচ ও ফর্দমালা সম্বলিত]

পণ্ডিত শ্রীশ্যামাচরণ ভট্টাচার্য্য সঙ্কলিত

এবং মেদিনীপুরস্থ সুবিখ্যাত পূজারী-পণ্ডিত স্বর্গীয় জ্যোতি কুশারী মহোদয়ের সুযোগ্য দৌহিত্র ভরদ্বাজ বংশীয় শ্রীমহাদেব মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংশোধিত ও পরিমার্জিত।

শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজা পদ্ধতি

মাঘ মাসে (কখনও কখনও ফাল্গুন মাসে) শুক্লাপঞ্চমী তিথিতে প্রাতঃকালে (অর্থাৎ যে দিবস বেলা ৯।৫০ মিঃ পর্যন্ত শ্রীপঞ্চমী পাওয়া যাবে, সেই দিনই) সরস্বতী পূজা করবেন।

প্রথমে নিত্যক্রিয়া সমাপন করুন। শালগ্রাম শিলায় তুলসী ও পুষ্পচন্দনাদি সমর্পণ ক'রে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা ক'রে তারপরে সরস্বতী পূজা করবেন।

আচমন—উত্তর বা পূর্ব্ব দিকে মুখ ক'রে শুদ্ধাসনে উপবেশন ক'রে গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তের ব্রাহ্মতীর্থে একটি মাত্র মাষকলাই ডুবতে পারে এই পরিমিত জল নিয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণের দ্বারা আচমন করতে হয়—"ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ বিষ্ণুঃ"—ব'লে তিনবার গলা পর্যন্ত ভিজতে পারে এমন জল দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির নিম্নভাগ থেকে শব্দ না হয়, এমন ক'রে মুখের ভেতর নেবেন। পরে ঐ বৃদ্ধাঙ্গুলির মূলদেশ দিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে বামদিকে মুখ মুছবেন। তারপর মাঝের তিনটি অঙ্গুলি দিয়ে ঠোঁটের উপর-নীচ স্পর্শ করবেন। তারপর বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তার পাশের অঙ্গুলি দিয়ে দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, নাভি এবং হাতের তেলো দিয়ে বক্ষ, সমস্ত দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়ে মস্তক ও বাহুমূলদ্বয় স্পর্শ ক'রে হস্ত প্রক্ষালন করবেন।

বিষ্ণুস্মরণ—করযোড়ে বিষ্ণুস্মরণ করুন—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ওঁ অপবিত্র পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি

বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ।। ওঁ মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি। স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবঃ।। ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ।।" অতঃপর স্বস্তিবাচন করবেন।

স্বস্তিবাচন—তাম্রপাত্রে (কুশীতে) আতপচাল নিয়ে বলবেন—"ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতা-পূজাপূর্ব্বকলেখনীমস্যাধারসহিত সরস্বতী পূজাকর্ম্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্, ওঁ পুণ্যাহম্।। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন গণেশাদিনানাদেবতা-পূজাপূর্ব্বকলেখনীমস্যাধারসহিত সরস্বতী পূজাকর্ম্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।। ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ গণেশাদিনানাদেবতা-পূজাপূর্ব্বকলেখনীমস্যাধারসহিত সরস্বতী পূজাকর্ম্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্, ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্।।"

এবার ঐ আতপচাল বিকিরণ করতে করতে পূজক তাঁর আপন বেদোক্ত স্বস্তিসূক্ত পাঠ করবেন।

সামবেদীয় স্বস্তিসূক্ত—"ওঁ সোমং রাজানং বরুণমগ্নিমন্বারভামহে। আদিত্যং বিষ্ণুং সূর্য্যং ব্রহ্মাণঞ্চ বৃহস্পতিম্। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।"

যজুর্ব্বেদীয় স্বস্তিসূক্ত—"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমি, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু।। ওঁ গণানান্ত্বা গণপতিওঁ হবামহে, প্রিয়াণাস্ত্বা প্রিয়পতিওঁ হবামহে, নিধিনাস্ত্বা নিধিপতিওঁ হবামহে। বসো মম।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।"

ঋগ্বেদীয় স্বস্তিসূক্ত—"ওঁ স্বস্তি মিমীতামশ্বিনাভগঃ স্বস্তি দেব্যদিতি রনর্ব্বণঃ। স্বস্তিপূষা শ্রীসুরো দধাতু নঃ স্বস্তি দ্যাবা পৃথিবী সুচেতুনা।। স্বস্তয়ে

বায়ুমুপব্রবামহৈ সোমং স্বস্তি ভুবনস্য যস্পতিঃ। বৃহস্পতিং সর্ব্বগণং স্বস্তয়ে স্বস্তয়ঃ আদিত্যাসো ভবন্তু নঃ।। ওঁ বিশ্বেদেবা নো অদ্যা স্বস্তয়ে বৈশ্বানরো বসুরগ্নি স্বস্তয়ে। দেবাঃ অবন্তুভবঃ স্বস্তয়ে স্বস্তি নো রুদ্রঃ পাত্বং হসঃ। ওঁ স্বস্তি মিত্রাবরুণা স্বস্তি রেবতি ন ইন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ স্বস্তি নো অদিতে কৃধি। ওঁ স্বস্তি পন্থান মনুচরেম সূর্য্য চন্দ্র মসাবিব পুনর্দ্দদতাঘ্নতা জনতা সঙ্গমেমহি ওঁ স্বস্ত্যয়নং তার্ক্ষ্যমরিষ্টনেমিং মহদ্ভুতং ত্রায়সং দেবতানাম্। অসুরঘ্নমিন্দ্রসখং সমৎসুবৃহদযশো নাবমিবারুহেম। ওঁ অংহোমুচমাঙ্গিরসং গয়ঞ্চ স্বস্ত্যাত্রেয়ং মনসা চ প্রযতপাণিঃ শরণং প্রপদ্যে, স্বস্তি সম্বাধেস্বভয়ং নো অস্তু।। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবা স্বস্তি ন পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যোঽরিষ্টনেমিঃ স্বস্তিনো বৃহস্পতির্দ্দধাতু।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।।"

এর পরে কৃতাঞ্জলি হ'য়ে সাক্ষ্য মন্ত্র পাঠ করবেন।—

সাক্ষ্যমন্ত্র—"ওঁ সূর্য্যঃ সোমো যমঃ, কালঃ সন্ধ্যো ভূতান্যহ ক্ষপা। পবনো দিক্‌পতিভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্রাহ্মং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্।"

বরণ—কর্তা নিজে পূজা না করলে পুরোহিত বরণ* করবেন। কর্তা পূর্ব্বমুখে ও পুরোহিত উত্তরমুখে বসবেন। কর্তা হাতজোড় ক'রে বলবেন—"ওঁ সাধু ভবানাস্তাম্।" পুরোহিত বলবেন—"ওঁ সাধ্বহমাসে।" কর্তা—"ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।" পুরোহিত—"ওঁ অর্চ্চয়।" তারপর কর্তা গন্ধপুষ্প যজ্ঞোপবীত ও বস্ত্রাঙ্গুরীয়ক গ্রহণ ক'রে বলবেন—"এতানি গন্ধপুষ্পবস্ত্রাঙ্গুরীয়ক যজ্ঞোপবীতানি ওঁ পূজক ব্রাহ্মণায় নমঃ।" এই ব'লে পুরোহিতকে দান করবেন। পুরোহিত বলবেন—"ওঁ স্বস্তি"। তারপর যজমান সামান্য আতপচাল নিয়ে পূজকের দক্ষিণ জানু ধারণ ক'রে বলবেন—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য (শূদ্রপক্ষে—বিষ্ণুর্নমোঽদ্য)

---

* বরণ কার্য্যটি প্রথমে শেষ ক'রে, তারপর পূজক তাঁর কার্য্য করবেন এবং স্ত্রী ও শূদ্রপক্ষে সর্বত্র কেবল, "স্বস্তি" শব্দ প্রয়োগ করুন। "পুণ্যাহং, সন্নিধিম্ ও ঋদ্ধিং" এই শব্দ এবং "ওঁ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করবেন না, এর পরিবর্তে "নমঃ" শব্দ প্রয়োগ করবেন।

মাঘে মাসি শুক্লেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিথৌ অমুকগোত্র শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (শূদ্রপক্ষে—শ্রীঅমুকদাস) অমুকগোত্রং অমুক দেবশর্ম্মাণং গন্ধাদিভিরভ্যর্চ্চ ভবন্ত মহং বৃণে। পুরোহিত বলবেন—ওঁ বৃতোঽস্মি।" কর্তা বলবেন—"যথাবিহিত পূজক কর্ম্ম কুরু।" পুরোহিত বলবেন—"যথাজ্ঞানং করবাণি।"

সঙ্কল্প—কুশীতে জল, হরীতকী, শ্বেতপুষ্প, তিল, কুশত্রিপত্র বামহাতে রেখে ডানহাত দ্বারা চাপা দিয়ে ডান হাঁটু মুড়ে সঙ্কল্প বাক্য পাঠ করবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাসি মকররাশিস্থে ভাস্করে (ফাল্গুন মাস হ'লে—কুম্ভরাশিস্থে ভাস্করে) শুক্লেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (যজমানের হ'লে—অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ) সরস্বতী প্রীতিকামঃ লেখনা মস্যাধার সহিত সরস্বতী পূজা তদ্ধোম কর্ম্মাহং করিষ্যে।" (পরার্থে—করিষ্যামি)। এরপর কিঞ্চিৎ জল ঈশান কোণে দিয়ে কুশীটি তাম্রটাটে উপুড় ক'রে দিয়ে, তার উপর আতপচাল ছড়াতে ছড়াতে ঘণ্টাধ্বনি সহকারে স্ব-স্ববেদোক্ত সঙ্কল্পসূক্ত পাঠ করবেন।

সামবেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত—"ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচম্। উদ্বা সিঞ্চধ্ব মুপ বা পৃণধ্বমাদিদ্বো দেব ওহতে।।" তারপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা—"ওঁ অস্য সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্তু। ওঁ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।।"

যজুর্বেদীয় সঙ্কল্পসূক্ত—"ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদুসুপ্তস্য তথৈবৈতি, দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে নমঃ শিব সঙ্কল্পমস্তু।।" তারপরে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা—"ওঁ অস্য সঙ্কল্পিতার্থস্য সিদ্ধিরস্তু। ওঁ অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু।।"

পরে আপন বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা পঞ্চগব্য শোধন ক'রে দেবীর অঙ্গে ও পূজার সামগ্রীতে ছিটিয়ে দেবেন।

সামবেদীয় পঞ্চগব্য শোধনমন্ত্র—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—"ওঁ গাবশ্চিদ গা সমন্যবঃ, সজাত্যেন মরুতঃ সবন্ধবঃ। রিহতে ককুভো মিথঃ।।"

দুগ্ধ—"গব্যো যু নো যথা পুরোশ্বয়োত রথয়া। বরিবস্যা মহোনাম্।।" দধি—"ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরোৎ প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ।।" ঘৃত—"ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্ব্বী, পৃথ্বী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবা পৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা, বিস্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা।।" কুশোদক—"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতুঃ প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পুষ্ণো হস্তাভ্যাং গৃহ্লামি।।" এরপর গায়ত্রী পাঠ ক'রে সহ একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হ'বে।

যজুর্বেদীয় পঞ্চগব্য শোধনমন্ত্র—গোমূত্র—গায়ত্রী পাঠ্য। গোময়—"ওঁ গন্ধদ্বারা দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়েশ্রিয়ম্।।" দুগ্ধ—"ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে।" দধি—"ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরোৎ প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ।।" ঘৃত—"ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেবযজনমসি।।" কুশোদক—"ওঁ দেবস্য ত্বা সবিতু প্রসবেঽশ্বিনোর্ব্বাহুভ্যাং পৃষ্ণো হস্তাভ্যামাদদে।।" এরপর গায়ত্রী পাঠ ক'রে সব একসঙ্গে মিশিয়ে নিতে হ'বে। তারপর অধিবাস কার্য্য করবেন।

অধিবাস বিধি—সঙ্কল্প কার্য্য শেষ ক'রে পূর্ব্ব বা উত্তর দিকে মুখ ক'রে ব'সে আচমন, বিষ্ণুস্মরণ ও গন্ধাদির অর্চনা ক'রে গন্ধপুষ্পদ্বারা প্রয়োজনীয় কতকগুলি পূজা করবেন। যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গণেশায় নমঃ।" এইরূপে—"ওঁ শ্রীগুরবে নমঃ, ওঁ বিষ্ণবে নারায়ণায় নমঃ, ওঁ শিবায় নমঃ, ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ, ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো নমঃ, ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ, ওঁ কাল্যাদি দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ, ওঁ কুল দেবদেবীভ্যো নমঃ, ওঁ ইষ্ট দেবদেবীভ্যো নমঃ।"

বরণডালার দ্রব্য—মহী (মাটি) গন্ধ (চন্দন) শিলা (নুড়ি) ধান, দূর্ব্বা, ফুল, ফল (গোটা কলাছড়া), দুই, ঘি, স্বস্তিক (শ্রীচিহ্ন) সিন্দূর, শাঁখ, কাজল, রোচনা, শ্বেত সরিষা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, চামর, দর্পণ, দীপ, হরিদ্রাসূত্র।

সামবেদীয় অধিবাস—(মাটি)—"ওঁ মহীত্রীণা মবরস্তু, দুক্ষ্যং মিত্রস্যার্য্যমনঃ দুরাধর্ষং বরুণস্য। ওঁ অনয়া মহ্যা অস্যা শ্রীসরস্বতী দেব্যা শুভাধিবাসন মস্তু॥" (এইরূপে সর্বত্র) যথা— (গন্ধ) "ওঁ অলর্ষিরাতিং বসুদামুপ স্তুহি, ভদ্রা ইন্দ্রস্য রাতয়ঃ। যো অস্য কামং বিধতো ন রোষতি, মনোদানায় চোদয়ন্॥ ওঁ অনেন গন্ধেন" ইত্যাদি। (শিলা) "ওঁ বিত্বদাপো ন পর্ব্বতস্য পৃষ্ঠা, দুক্থাভিরগ্নে জনয়ন্ত দেবাঃ তং ত্বা গিরাঃ সুষ্টতয়ো বাজয়ন্ত্যাজিং ন গির্ব্বাহো জিগ্যুরশ্বাঃ। ওঁ অনয়া শিলয়া" ইত্যাদি। (ধান)—"ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিণ মপুপবন্ত মুকথিনম্। ইন্দ্রপাতর্জ্জুষস্ব নঃ। ওঁ অনেন ধান্যেন" ইত্যাদি। (দূর্বা)—"যজ্জায়থা অপূর্ব্ব মঘবন্ বৃত্রহত্যায়। তৎ পৃথিবী মপ্রথয়, স্তদস্তভ্না উতো দিবম্॥ ওঁ অনয়া দূর্ব্বয়া" ইত্যাদি। (ফুল)—"ওঁ পবমান ব্যশ্নুহি রশ্মির্ব্বাজসাতমঃ। দধৎ স্তোত্রে সুবীর্য্যম্॥ ওঁ অনেন পুষ্পেন" ইত্যাদি। (ফল)—"ওঁ ইন্দ্রো নরো নেমাধিতা হবন্তে, যৎ পার্যা যুনজতে ধীয়স্তাঃ শূরো নৃষাত্র শ্রবসশ্চকাম, আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং নঃ। ওঁ অনেন ফলেন" ইত্যাদি। (দই)—"ওঁ দধিক্রাব্ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ॥ ওঁ অনয়া দধ্না" ইত্যাদি। (ঘি)—"ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানামভিশ্রিয়োর্ব্বী পৃথ্বী মধুদুঘে অপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা, বিষ্কভিতে অজরে ভুরিরেতসা॥ ওঁ অনেন ঘৃতেন" ইত্যাদি। (স্বস্তিক)—"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি ন পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিং স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু॥ ওঁ অনেন স্বস্তিকেন" ইত্যাদি। (সিন্দূর)—"ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্ত মুক্ষণং ঘৃতস্য পাবাঃ পশুমপ্সুগৃভ্ণতে। ওঁ অনেন সিন্দূরেণ" ইত্যাদি। (শাঁখ)—"ওঁ সমুদ্রে যো বসুনাং যো রায়া-মানেতা য ঈড়ানাম্। সোমো যং সুক্ষিতীনাম্॥ ওঁ অনেন শঙ্খেন" ইত্যাদি। (কাজল)—"ওঁ অঞ্জতে ব্যঞ্জতে সমঞ্জতে, ক্রতুং রিহন্তি মধ্বাভ্যঞ্জতে। ওঁ অনেন কজ্জ্বলেন" ইত্যাদি। (রোচনা)—"ওঁ অধজেনা অধ বা দিবো বৃহতো রোচনা দধি। অয়া বার্দ্ধস্ব তন্নাগিরা, মম জাতা শুক্রতো পৃণ॥ ওঁ অনয়া রোচনয়া" ইত্যাদি। (শ্বেত সরিষা)—"ওঁ এষো উষা অপূর্ব্বা, ব্যুচ্ছতি প্রিয়া দিবা। স্তষে বামশ্বিনা বৃহৎ॥ ওঁ অনেন সিদ্ধার্থেন" ইত্যাদি। (স্বর্ণং)—"ওঁ তং গূর্দ্ধয়া পূর্ণাং দেবাসো, দেবম্

রতিং দধানীরে। দেবত্রা হব্যমূহিষে॥ ওঁ অনেন কাঞ্চনেন" ইত্যাদি। (রৌপ্য)—"ওঁ যদ্বর্চ্চো হিরণ্যস্য যদ্বাবর্চ্চো গবামৃত। সত্যস্ব ব্রহ্মণো বর্চ্চস্তেন মা সং সৃজামসি॥ অনেন রৌপ্যেন" ইত্যাদি। (তাম্র)—"ওঁ বামহাঁ অসি সূর্য্য বড়াদিত্য মহাঁ অসি। মহস্তে সতো মহিমা পনিষ্টম, মহ্না দেব মহাঁ অসি॥ ওঁ অনেন তাম্রেন" ইত্যাদি। (চামর)—"ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ॥ ওঁ অনেন চামরেণ" ইত্যাদি। (দর্পণ)—"ওঁ আদিৎ প্রত্নস্য রেতসো, জ্যোতি স্পশ্যন্তি বাসরম্। পরো যদিধ্যতে দিবি॥ ওঁ অনেন দর্পণেন" ইত্যাদি। (দীপ)—"ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে, গৃণানো হব্যদাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিসি॥ ওঁ অনেন দীপেন" ইত্যাদি। (বরণডালা)—"ওঁ উদ্যল্লোকাঁন্নরোচয়, প্রজাভূতমরোচয়, বিশ্বস্তুত মরোচয়। ওঁ অনেন প্রশস্তি পাত্রেন" ইত্যাদি। (দূর্বাযুক্ত হরিদ্রাসূত্র)—"ওঁ সূত্রামানং পৃথিবী দ্যামনেহসং সুশর্ম্মান মদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং সরিত্রামনাগস মস্রবন্তী মা রুহেমা স্বস্তয়ে॥ ওঁ অনেন মাঙ্গল্য-সূত্রেন" ইত্যাদি। অতঃপর সূত্রটি দেবীর বামহাতে বেঁধে দেবেন।

যজুর্বেদীয় অধিবাস—(মাটি)—"ওঁ ভূরসি ভূমিরস্য দিতিরসি। বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধত্রী পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃওঁহ, পৃথিবীং মা হিওঁসি॥ ওঁ অনয়া মহ্যা অস্যা শ্রীসরস্বতী দেব্যাঃ শুভাধিবাসন মস্তু।" (এই রকম সর্বত্র)। যথা—(গন্ধ)—"ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করিষীণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥ ওঁ অনেন গন্ধেন" ইত্যাদি। (শিলা) "ওঁ প্র পর্ব্বতস্য, বৃষভস্য স্বষ্ঠান্নাবশ্চরন্তি স্বসিচঃ ইয়ানাঃ। তা আবনত্রন্নধরাগুদক্ত, অহিং বুধ্ন মনু রীয়মানাঃ॥ ওঁ অনয়া শিলয়া" ইত্যাদি। (ধান) "ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্, ধিনুহি যজ্ঞম্। ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্॥ ওঁ অনেন ধান্যেন" ইত্যাদি। (দূর্বা)—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পরুষ পরুষস্পরি। এবা নো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চ॥ ওঁ অনয়া দূর্ব্বয়া" ইত্যাদি। (ফুল)—"ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনো ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষানামুম্ম ইষাণ॥ ওঁ অনেন পুষ্পেন" ইত্যাদি। (ফল)—"ওঁ যা ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ

পুষ্পিনীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতা স্তা নো মুঞ্চন্ত্বংহসঃ॥ ওঁ অনেন ফলেন" ইত্যাদি। (দই)—"ওঁ দধিক্রাব্‌ণো অকারিষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখা করৎ প্র ণ আয়ূংষি তারিষৎ॥ ওঁ অনয়া দধ্না" ইত্যাদি। (ঘি)—"ওঁ তেজোঽসি শুক্রমস্যমৃতমসি ধামনামাসি। প্রিয়ং দেবানামনাধৃষ্টং দেব যজনমসি॥ ওঁ অনেন ঘৃতেন" ইত্যাদি। (স্বস্তিক)—"ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ, স্বস্তি নো পূষা বিশ্ববেদাঃ। স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ, স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ অনেন স্বস্তিকেন" ইত্যাদি। (সিন্দুর)—"ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতপ্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥ ওঁ অনেন সিন্দুরেণ" ইত্যাদি। (শাঁখ)—"ওঁ প্রতিশ্রুৎকায়া অর্তনং ঘোষায় ভষমন্তায় বহুবাদিনঃ মনন্তায় মূকং। শব্দায়াড়ম্বরা ঘাতং মহসে বীণাবাদং, ক্রোশায় তূণবধ্‌ম, অবরস্পরায় শঙ্খধ্মং বনায় বনপ, মন তোহরণ্যায় দাবপম্॥ ওঁ অনেন শঙ্খেন" ইত্যাদি। (কাজল)—"ওঁ সমিদ্ধো অঞ্জন কৃদরং মতীনাং ঘৃতমগ্নে মধুমৎ পিন্বমানঃ। বাজী বহন বাজিনং জাতবেদাঃ দেবানাম্ বক্ষি প্রিয় মা সধস্থম্॥ ওঁ অনেন কজ্জলেন" ইত্যাদি। (রোচনা)—"ওঁ যুঞ্জন্তি ব্রধ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ। রোচন্তে রোচনা দিবি॥ ওঁ অনয়া রোচনয়া" ইত্যাদি। (শ্বেত সরিষা)—"ওঁ রক্ষোহণো বো বলগহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহণো বো বলগহনোঽবনয়ামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহণো বো বলগহনোঽবস্তৃণামি বৈষ্ণবান্। রক্ষোহণৌ বাং বলগহনা উপদধামি বৈষ্ণবী। রক্ষোহণৌ বাং বলগহনৌ পর্য্যূহামি বৈষ্ণবী। বৈষ্ণবমসি। বৈষ্ণবাঃ স্থ॥ ওঁ অনেন সিদ্ধার্থেন" ইত্যাদি। (স্বর্ণ)—"ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে, ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। সদাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম॥ ওঁ অনেন কাঞ্চনেন" ইত্যাদি। (রৌপ্য)—"ওঁ রূপেন বো রূপমভ্যাগাং তুথো বা বিশ্বদেবা বিভজতু। ঋতস্য পথা প্রেত চন্দ্র দক্ষিণা, বি স্বঃ পশ্য ব্যন্তরিক্ষং যতস্বঃ সদস্যৈঃ॥ ওঁ অনেন রৌপ্যেন" ইত্যাদি। (তাম্র)—"ওঁ অসৌ যস্তাম্রো অরুণ, উত বভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ। যে চৈমাং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ, সহস্রশোঽবৈষাং হেড় ঈমহে॥ ওঁ অনেন তাম্রেন" ইত্যাদি। (চামর)—"ওঁ বাতো বা মনো বা গন্ধর্ব্বাঃ সপ্তবিংশতি। তে অগ্রে অশ্বমযুঞ্জংস্তে অস্মিঞ্জবমা দধুঃ॥ ওঁ অনেন চামরেণ" ইত্যাদি। (দর্পণ)—"ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্ন মৃতং মর্ত্যঞ্চ। হিরণ্যয়েন সবিতা রথেনা, দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্॥ ওঁ অনেন দর্পণেন" ইত্যাদি। (দীপ)—"ওঁ মনোজূতি র্জুষতা মাজস্য বৃহস্পতি যজ্ঞমিমং তনোত্বরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু। বিশ্বে দেবাস ইহ মাদয়ন্তা মোঁ প্রতিষ্ঠ॥ ওঁ অনেন দীপেন" ইত্যাদি। (বরণডালা)—"ওঁ প্রতিপদসি প্রতিপদে ত্বা নুপদসানুপদে। ত্বাং সম্পদসি সম্পদে ত্বা, তেজোঽসি তেজসেত্বা॥ ওঁ অনেন প্রশস্তি পাত্রেন" ইত্যাদি। (মাঙ্গল্যদ্রব্য)—"ওঁ অনেন মাঙ্গল্য দ্রব্যেন" ইত্যাদি। (দূর্বাযুক্ত হরিদ্রাসূত্র)—"ওঁ সুত্রামানং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্ম্মানমদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রা মনাগসমস্রবন্তী মা রুহেমা স্বস্তয়ে॥ ওঁ অনেন মাঙ্গল্য সূত্রেন" ইত্যাদি।

ধেনুমুদ্রা

যোনিমুদ্রা

অবগুণ্ঠনমুদ্রা

মৎস্যমুদ্রা

অঙ্কুশমুদ্রা

এরপর— "এষ পুষ্পাঞ্জলি ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ দেব্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে অধিবাসের কাজ শেষ ক'রে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করবেন।

সামান্যার্ঘ্য স্থাপন—ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল ক'রে মণ্ডলে—"ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়ে পূজা ক'রে "ফট্" মন্ত্রে প্রোক্ষণীপাত্র (কোশা) প্রক্ষালন করতঃ মণ্ডলোপরি স্থাপন করুন। পরে (ঐং) মূলমন্ত্রে অথবা "ওঁ" মন্ত্রে পাত্র জলপূর্ণ ক'রে "ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ।" মন্ত্রে পূজা ক'রে পাত্রের জলে গন্ধপুষ্পাদি প্রদান দ্বারা ধেনুমুদ্রা, যোনিমুদ্রা, অবগুণ্ঠনমুদ্রা ও মৎস্যমুদ্রা প্রদর্শন ক'রে অঙ্কুশমুদ্রায়— "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥"—মন্ত্রে তীর্থাবাহন ক'রে পরে পাত্রের জল দিয়ে পূজোপকরণ ও নিজেকে অভ্যুক্ষণ ক'রে দ্বারপূজা করবেন।

দ্বারপূজা—জল দিয়ে "ফট্" মন্ত্রে দ্বারদেশ অভ্যুক্ষণ ক'রে দ্বারদেবতাদের আবাহন ক'রে পূজা করুন ; যথা—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।" এইক্রমে— "ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ বিঘ্নায় নমঃ, ওঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ অস্ত্রায় নমঃ।" অশক্ত হ'লে— "ওঁ দ্বারদেবতাগণেভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে একত্রে পূজা করবেন পরে বিঘ্নাপসারণ ক'রে মাষভক্তবলি প্রদান করবেন।

বিঘ্নাপসারণ—মূলমন্ত্রে (ঐং) দিব্যদৃষ্টিদ্বারা দিব্যবিঘ্ন, "ওঁ অস্ত্রায় ফট্।" মন্ত্রে অন্তরীক্ষের বিঘ্ন ও ভূমিতে বামপদের গোড়ালী দিয়ে তিনবার আঘাত ক'রে ভৌমবিঘ্ন অপসারণ করবেন।

মাষভক্তবলি—নিজের বামপাশে সামান্য জল দিয়ে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কিত ক'রে তার উপরে কদলীপত্রে বা মাটির খুরিতে মাষকলাই, দধি ও আতপ চাল দিয়ে সাজিয়ে ভূতগণের আবাহন করবেন। যথা—"ওঁ ভূতাদয়ঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং

কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্ণীত॥" এরপর— "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ভূতাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে পূজা ক'রে মাষভক্তবলি উৎসর্গ করবেন। যথা—"বং এতস্মৈ মাষভক্তবলয়ে নমঃ।" এই মন্ত্রটি তিনবার ব'লে তা'তে তিনবার কুশোদক দেবেন। "এতে গন্ধপুষ্পে মাষভক্তবলয়ে নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ভূতাদিভ্যো নমঃ।" এই মন্ত্রে উৎসর্গ ক'রে— "ওঁ ভূতাদয় ক্ষমধ্বম্।" মন্ত্রে একগণ্ডূষ জল দিয়ে করযোড়ে পরবর্তী মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা— "ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে। তে গৃহ্নন্তু ময়া দত্তো বলিরেষ প্রসাধিতঃ॥ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্ব্বলিভিস্তর্পিতাস্তথা। দেশাদস্মাদ্বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥" এরপর অল্প শ্বেত সরিষা অথবা আতপ চাল নিয়ে সাতবার "ফট্" মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত ক'রে পরবর্তী মন্ত্র পাঠ ক'রে চারিদিকে ছড়াবেন। যথা—"ওঁ অপসর্পন্তুতে ভূতা যে ভূতা ভূরি সংস্থিতা। যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥ ওঁ বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ। অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে নারসিংহেন তাড়িতাঃ॥" এরপর আসনশুদ্ধি করবেন।

আসনশুদ্ধি—ভূমিতে ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কন ক'রে "ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ।" মন্ত্রে পূজা ক'রে মণ্ডলের উপরে আসন স্থাপন ক'রে সেই আসন স্পর্শ ক'রে পাঠ করবেন—"অস্য আসনোপবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্ম্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ পৃথ্বী ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্।" (বামে) "ওঁ গুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ, ওঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ", (দক্ষিণে) "ওঁ গণেশায় নমঃ", (মধ্যে) ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেবতায়ৈ নমঃ।" এরপর "ফট্" মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দিয়ে করতল দু'টি শোধন ক'রে তুড়ি দিয়ে দশদিক বেঁধে পুষ্পশুদ্ধি করবেন।

পুষ্পশুদ্ধি—পুষ্পে সরস্বতীর আবির্ভাব চিন্তা ক'রে— "পুষ্পকেতু রাজার্হতে শতায় সম্যক সম্বন্ধায় হূং।" মন্ত্রে পুষ্প স্পর্শ ক'রে— "ওঁ পুষ্পে পুষ্পে

মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হুঁ ফট্ স্বাহা॥" ব'লে পুষ্প শোধন ক'রে প্রাণায়াম করবেন।

প্রাণায়াম—দক্ষিণনাসাপুট ধারণ ক'রে মূলমন্ত্র (ঐং) ষোলবার জপ ক'রে বায়ু পূরণ করুন। পরে উভয় নাসারন্ধ্র রুদ্ধ ক'রে চৌষট্টিবার জপ ক'রে কুম্ভক করুন। পরে বত্রিশবার জপ ক'রে দক্ষিণ নাসাপুটে বায়ু রেচন করুন। পরে বিপরীত ভাবে অর্থাৎ বামনাসা রুদ্ধ ক'রে দক্ষিণানাসাপুটে বায়ু পূরণ ক'রে উভয়নাসা রুদ্ধ ক'রে কুম্ভক করুন এবং বামনাসা দ্বারা বায়ু পরিত্যাগ করুন। আবার বামনাসায় বায়ু পূরণ ক'রে কুম্ভক ক'রে দক্ষিণনাসায় বায়ু পরিত্যাগ করুন। এই ভাবে তিনবার করলে, একবার প্রাণায়াম হয়। প্রাণায়াম পূরকে ষোলো, কুম্ভকে চৌষট্টি ও রেচকে বত্রিশবার করতে হয়। অসমর্থ হ'লে একবার করলে প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়॥ অশক্ত হ'লে ষোলোর পরিবর্তে চারবার, চৌষট্টির পরিবর্তে ষোলোবার এবং বত্রিশের পরিবর্তে আটবার জপ করলেও সিদ্ধ হয়। এরপর ভূতশুদ্ধি করবেন।

ভূতশুদ্ধি—প্রথমে নিজের চারিদিকে জলধারা দিয়ে নিজেকে বহ্নিপ্রাচীরে ঘেরা ব'লে চিন্তা করতে করতে নিম্নলিখিত চারটি মন্ত্র পাঠ করবেন—"ওঁ মূলশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্না পথেন জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা ॥১॥ ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ রং সঙ্কোচশরীরং দহ দহ স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ পরমশিব সুষুম্না পথেন মূলশৃঙ্গাটামুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্বল প্রজ্জ্বল সোঽহং হংসঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥" এবার করশুদ্ধি করবেন।

করশুদ্ধি—'ঐং' মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে একটি রক্তবর্ণ পুষ্প নিয়ে 'ওঁ' এই মন্ত্রে ঐ পুষ্প দুই করতলে ঘষে 'হেঁসৌ' মন্ত্রে ঐ পুষ্প ঈশানকোণদেশে ছুঁড়ে দেবেন। পরে ন্যাসাদি করবেন।

মাতৃকান্যাস—"অস্য মাতৃকামন্ত্রস্যব্রহ্মঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো মাতৃকাসরস্বতী দেবতা হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ মাতৃকান্যাসে বিনিয়োগঃ॥ শিরসি—ওঁ ব্রহ্মণে

ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রৈছন্দসে নমঃ। হৃদি—ওঁ মাতৃকা-সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। গুহ্যে—ওঁ হল্ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদয়োঃ—ওঁ স্বরেভ্যোঃ শক্তিভ্যো নমঃ। সর্ব্বাঙ্গে—ওঁ অব্যক্তায় কীলকায় নমঃ।"

অন্তর্মাতৃকান্যাস—"অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং এং ঐং ওং ঔং অং অঃ ইতি কণ্ঠে। কং খং গং ঘং ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ইতি হৃদয়ে। ডং ঢং ণং তং থং দং ধং নং পং ফং ইতি নাভৌ। বং ভং মং যং রং লং ইতি লিঙ্গমূলে। বং শং ষং সং ইতি মূলাধারে। হং ক্ষং ইতি ভ্রূমধ্যে।"

বাহ্যমাতৃকান্যাস—"ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃ পন্মধ্যবক্ষস্থলাং ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্। মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈর্ব্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে॥ অং নমঃ (ললাটে), আং নমঃ (মুখবৃত্তে), ইং ঈং নমঃ (চক্ষুয়োঃ), উং ঊং নমঃ (কর্ণয়োঃ), ঋং ৠং নমঃ (নাসোঃ), ঌং ৡং নমঃ (গণ্ডয়োঃ), এং নমঃ (ওষ্ঠে), ঐং নমঃ (অধরে), ওং নমঃ (ঊর্দ্ধদন্তে), ঔং নমঃ (অধোদন্তে), অং নমঃ (মস্তকে), অঃ নমঃ (মুখে), কং নমঃ (দক্ষবাহুমূলে), খং নমঃ (কূর্পরে), গং নমঃ (মণিবন্ধে), ঘং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঙং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), চং নমঃ (বামবাহুমূলে), ছং নমঃ (কূর্পরে), জং নমঃ (মণিবন্ধে), ঝং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ঞং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), টং নমঃ (দক্ষিণোরুমূলে), ঠং নমঃ (জানুনি), ডং নমঃ (গুল্ফে), ঢং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), ণং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), তং নমঃ (বামোরুমূলে), থং নমঃ (জানুনি), দং নমঃ (গুল্ফে), ধং নমঃ (অঙ্গুলিমূলে), নং নমঃ (অঙ্গুল্যগ্রে), পং নমঃ (দক্ষিণপার্শ্বে), ফং নমঃ (বামপার্শ্বে), বং নমঃ (পৃষ্ঠে), ভং নমঃ (নাভৌ), মং নমঃ (উদরে), যং নমঃ (হৃদি), রং নমঃ (দক্ষস্কন্ধে), লং নমঃ (ককুদি), বং নমঃ (বামস্কন্ধে), শং নমঃ (হৃদাদি দক্ষহস্তে), ষং নমঃ (হৃদাদি বামহস্তে), সং নমঃ (হৃদাদি দক্ষিণপাদে), হং নমঃ (হৃদাদি বামপদে), লং নমঃ (হৃদয়াদ্যুদরে), ক্ষং নমঃ (হৃদাদি মুখে)।"

সংহারমাতৃকান্যাস—"ওঁ অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং, বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্। অর্দ্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দবাসাং, বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভারনম্রাম্॥ ক্ষং নমঃ—হৃদয়াদি মুখে, লং নমঃ—হৃদয়াদি জঠরে, হং নমঃ—হৃদয়াদি বামপাদাগ্রে, সং নমঃ—হৃদয়াদি দক্ষিণপাদাগ্রে, ষং নমঃ হৃদয়াদি বামকরাগ্রে, শং নমঃ হৃদয়াদি দক্ষিণকরাগ্রে, বং নমঃ বামস্কন্ধে, লং নমঃ ককুদি, রং নমঃ দক্ষিণস্কন্ধে, যং নমঃ হৃদি, মং নমঃ উদরে, ভং নমঃ নাভৌ, বং নমঃ পৃষ্ঠে, ফং নমঃ বামপার্শ্বে, পং নমঃ দক্ষিণপার্শ্বে, নং নমঃ বামপাদাঙ্গুল্যগ্রে, ধং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, দং নমঃ গুলফে, থং নমঃ জানুনি, তং নমঃ বামপাদমূলে, ণং নমঃ দক্ষিণপাদাঙ্গুল্যগ্রে, ঢং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, ডং নমঃ গুলফে, ঠং নমঃ জানুনি, টং নমঃ দক্ষপাদমূলে, ঞং নমঃ বামকরাঙ্গুল্যগ্রে, ঝং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, জং নমঃ বামমণিবন্ধে, ছং নমঃ কূর্পরে, চং নমঃ বামবাহুমূলে, ঙং নমঃ দক্ষিণকরাঙ্গুল্যগ্রে, ঘং নমঃ অঙ্গুলিমূলে, গং নমঃ দক্ষমণিবন্ধে, খং নমঃ কূর্পরে, কং নমঃ দক্ষবাহুমূলে, অঃ নমঃ মুখে, অং নমঃ মস্তকে, ঔং নমঃ অধোদন্তপঙ্‌ক্তৌ, ওং নমঃ উর্দ্ধদন্তপঙ্‌ক্তৌ, ঐং নমঃ অধরে, এং নমঃ ওষ্ঠে, ৯ং নমঃ বামগণ্ডে, ৯ং নমঃ দক্ষিণগণ্ডে, ৠং নমঃ বামনাসাপুটে, ঋং নমঃ দক্ষিণনাসাপুটে, ঊং নমঃ বামকর্ণে, উং নমঃ দক্ষিণকর্ণে, ঈং নমঃ বামনেত্রে, ইং নমঃ দক্ষিণনেত্রে, আং নমঃ মুখবৃত্তে, অং নমঃ ললাটে।"

পীঠন্যাস—অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দ্বারা পুষ্প নিয়ে ন্যাস করবেন। যথা—হৃদয়ে—"ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ, ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ কূর্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ।" দক্ষিণস্কন্ধে—"ওঁ ধর্মায় নমঃ।" বামস্কন্ধে—"ওঁ জ্ঞানায় নমঃ।" দক্ষিণ উরুতে—"ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ।" বাম উরুতে—"ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ।" মুখে—"ওঁ অধর্মায় নমঃ।" দক্ষিণ পার্শ্বে—"ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ।" বামপার্শ্বে—"ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ।" হৃদয়ে—"ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পং পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে

নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, সং সত্ত্বায় নমঃ, রং রজসে নমঃ, তং তমসে নমঃ, আং আত্মনে নমঃ, অং অন্তরাত্মনে নমঃ, পং পরমাত্মনে নমঃ, হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ।" হৃদ্‌পদ্মে—"ওঁ মেধায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, ওঁ ধৃত্যৈ নমঃ ওঁ স্মৃত্যৈ নমঃ।" মধ্যে—"ওঁ বিদ্যেশ্বর্য্যৈ নমঃ, ওঁ বর্ণকমলাসনায় নমঃ।"

করন্যাস—"ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হুঁ। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্"।

কূর্মমুদ্রা

অঙ্গন্যাস—"ওঁ অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ। ওঁ ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা। ওঁ উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্। ওঁ এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হুঁ। ওঁ ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। ওঁ অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ অস্ত্রায় ফট্।"

ব্যাপকন্যাস—একটি গন্ধপুষ্প নিয়ে মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত এবং পা থেকে মাথা পর্যন্ত পাঁচবার অথবা সাতবার "ওঁ ঐং" মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে স্পর্শ করবেন।

ঋষ্যাদিন্যাস—"শিরসি—ওঁ কম্বয়ে ঋষয়ে নমঃ, মুখে—বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ, হৃদি—ওঁ বাগীশ্বর্য্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ।" এরপর কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে দেবীর ধ্যান করবেন।

ধ্যান—"ওঁ তরুণশকলমিন্দোবিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ। কুচভরণমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে॥ নিজকরকমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ। সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু বাগ্‌দেবতা নঃ॥" ধ্যানের পর পুষ্পটি নিজের মস্তকে দিয়ে মানসোপচারে পূজা করবেন।

মানসপূজা—নিজের হৃদ্‌পদ্মে দেবীকে রত্নবেদিকার উপর প্রতিষ্ঠিতা চিন্তা ক'রে, যথাক্রমে—কুলকুণ্ডলিনী পাত্রের বারি পাদ্য, মনকে অর্ঘ্য, সহস্রারচ্যুত সুধাকে আচমনীয়, চতুর্বিংশতি তত্ত্বাত্মক অহিংসাদি নির্মল গুণসকলকে পুষ্প, প্রাণবায়ুকে ধূপ, তেজস্বরূপ দীপ, অমৃতরূপ নৈবেদ্য, আকাশরূপ চামর, সূর্য্যরূপ দর্পণ, চন্দ্ররূপ ছত্র ও অনাহতরূপ ঘণ্টা নিবেদন করবেন। এরপর বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করবেন।

বিশেষার্ঘ্য স্থাপন—স্ববামে ত্রিকোণমণ্ডল ক'রে তার উপরে ত্রিপদিকা স্থাপন ক'রে "ফট্" মন্ত্রে শঙ্খাদি অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন ক'রে "নমঃ" মন্ত্রে পাত্রে গন্ধপুষ্পদূর্বাক্ষতাদি স্থাপন করবেন। পরে বিলোমমাতৃকা পাঠ ক'রে জল দিয়ে শঙ্খ পূরণ করবেন, যথা—"ক্ষং লং হং সং ষং শং বং লং রং যং মং ভং বং ফং পং নং ধং দং থং তং ণং ঢং ডং ঠং টং ঞং ঝং জং ছং চং ঙং ঘং গং খং কং অং অঃ ঔং ওং ঐং এং ৯৯ং ৯ং ৠং ঋং ঊং উং ঈং ইং আং অং নমঃ।" এরপর মূলমন্ত্রে (ঐং) পুনরায় ত্রিভাগ পূরণ করবেন। পরে শঙ্খাদি অর্ঘ্যপাত্রে— "ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকাত্মনে নমঃ", জলে—"ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ", ত্রিপদিকাতে— "ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ।" মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা পূজা ক'রে অঙ্কুশমুদ্রায়— "ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি। নর্ম্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥" মন্ত্রে সূর্য্যমণ্ডল থেকে তীর্থাদির আবাহন করতঃ জলে দেবীর ধ্যান ক'রে "হুং" মন্ত্রে অবগুণ্ঠন মুদ্রা, "বৌষট্" মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা প্রদর্শন ক'রে জলে দেবতার পূজা ক'রে মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন ক'রে দেবীর মূলমন্ত্র দশবার জপ করবেন। এরপর "বং" মন্ত্রে ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ ক'রে জল কোশায় কিছুটা রক্ষা করবেন এবং নিজেকে ও পূজোপকরণগুলি অভ্যুক্ষণ ক'রে পীঠপূজা করবেন।

পীঠপূজা—পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে তৈরী মণ্ডলে গন্ধপুষ্প দ্বারা— "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ মণ্ডলায় নমঃ।" মন্ত্রে সর্বতোভদ্রমণ্ডলে বা অষ্টদলপদ্মে পীঠপূজা করবেন। এরপর ঐ মণ্ডলে আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রা দিয়ে পীঠদেবতাদের আবাহন করবেন। যথা—"ওঁ পীঠদেবতাঃ ইহাগচ্ছত ইহাগচ্ছত, ইহতিষ্ঠত ইহতিষ্ঠত, ইহসন্নিধত্ত, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, ইহসন্নিরুধ্যধ্বম্ অত্রাধিষ্ঠানং কুরুতঃ, মম পূজাং গৃহ্লীত।" এরপর পুষ্প দিয়ে পূজা করবেন—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ। এইক্রমে—"ওঁ প্রকৃত্যৈ নমঃ, ওঁ কূর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈ নমঃ, ওঁ ক্ষীরসমুদ্রায় নমঃ, ওঁ শ্বেতদ্বীপায় নমঃ, ওঁ মণিমণ্ডপায় নমঃ, ওঁ মণিবেদিকায়ৈ নমঃ, ওঁ রত্নসিংহাসনায় নমঃ, ওঁ জ্ঞানায় নমঃ, ওঁ বৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ ঐশ্বর্য্যায় নমঃ, ওঁ অধর্ম্মায় নমঃ, ওঁ অজ্ঞানায় নমঃ, ওঁ অবৈরাগ্যায় নমঃ, ওঁ অনৈশ্বর্য্যায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ, ওঁ পং পদ্মায় নমঃ, ওঁ অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ, ওঁ মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ, ওঁ সং সত্ত্বায় নমঃ, ওঁ রং রজসে নমঃ, ওঁ তং তমসে নমঃ, ওঁ আং আত্মনে নমঃ, ওঁ অং অন্তরাত্মনে নমঃ, ওঁ হ্রীং জ্ঞানাত্মনে নমঃ, ওঁ মেধায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রজ্ঞায়ৈ নমঃ, ওঁ প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ শ্রিয়ৈ নমঃ, ওঁ ধৃত্যৈ নমঃ, ওঁ বুদ্ধ্যৈ নমঃ, ওঁ বিদ্বেশ্বর্য্যৈ নমঃ, ওঁ বর্ণকমলাসনায় নমঃ।" এরপর শোধিত পঞ্চগব্য দ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে বেদীশোধন ও বিতানশোধন ক'রে নিয়ে আপন আপন বেদানুযায়ী মন্ত্রে ঘটস্থাপন করবেন।

বেদীশোধন—"ওঁ বেদ্যা বেদিঃ সমাপ্যতে বর্হিষা বর্হিরিন্দ্র যূপেন যূপ আপ্যায়তাং প্রণীতোঽহরগ্নিনা।"

বিতানশোধন—"ওঁ উর্দ্ধ উ যু ণ উতয়ে, তিষ্ঠা দেবো ন সবিতা। উর্দ্ধো বাজস্য সবিতা যদঞ্জিভির্ব্বাঘদ্ভির্বিহ্বয়ামহে।" অতঃপর ঘটস্থাপন করবেন।

সামবেদীয় ঘটস্থাপন—ভূমিতে হাত দিয়ে—"ওঁ মহিত্রীণামবরস্তু দ্যুক্ষাং মিত্রস্যার্যম্ণঃ দুরাধর্ষং বরুণস্য।" ধান স্পর্শ ক'রে—"ওঁ ধানাবন্তং করম্ভিনমপূপবন্তমুক্‌থিনম্। ইন্দ্র প্রাতর্জ্জুযস্ব নঃ॥" ঘট স্পর্শ ক'রে—"ওঁ অবিশন্ কলসং সুতো বিশ্বাঅর্ষন্নভিশ্রিয়ঃ। ইন্দুরিন্দ্রায় ধীয়তে॥" জল স্পর্শ ক'রে—

"ওঁ আ নো মিত্রাবরুণা ঘৃতৈর্গব্যুতিমুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতু॥" পল্লব—"ওঁ অয়মূর্জ্জাবতো বৃক্ষ উর্জ্জীব ফলিনী ভব। পর্ণং বনস্পতে নুত্বা নুত্বা চ সূয়তাং রয়িঃ॥" ফল স্পর্শ ক'রে—"ওঁ ইন্দ্রং নরো নেমধিতা হবন্তো যৎ পার্য্যা যুনজতে ধিয়স্তাঃ। শূরো নৃষাতা শ্রবসশ্চকাম আ গোমতি ব্রজে ভজা ত্বং॥" বস্ত্র স্পর্শ ক'রে—"ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীত আগাৎ, স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ, তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তিঃ স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ॥" সিন্দূর স্পর্শ ক'রে—"ওঁ সিন্ধোরুচ্ছ্বাসে পতয়ন্তমুক্ষণং হিরণ্যপাবাঃ পশুমপ্সুগৃভ্ণতে।" পুষ্প স্পর্শ ক'রে—"ওঁ পবমান ব্যশুহি রশ্মিভির্ব্বাজস্য তমঃ। দধৎস্তোত্রে সুবীর্য্যম্॥" এর পরে ঘটে হাত দিয়ে স্থিরীকরণ করবেন। যথা—"ওঁ ত্বাবতঃ পুরুবসো বয়মিন্দ্র প্রণেতঃ। স্মসি স্থাতর্হরীণাম্।" এরপর তীর্থ আবাহন করবেন। যথা—"ওঁ গঙ্গাদ্যাঃ সরিত সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। আয়ান্তু যজমানস্য দূরিত ক্ষয়কারকাঃ॥" এরপরে করযোড়ে পাঠ করবেন—"ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবি গণৈঃ সহ॥"

যজুর্বেদীয় ঘটস্থাপন—ভূমিতে হাত দিয়ে—"ওঁ ভূরসি ভূমিরস্য দিতিরসি বিশ্বাধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ পৃথিবীং দৃংহ পৃথিবীং মা হিংসীঃ॥" ধান স্পর্শ ক'রে—"ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং ধিনুহি যজ্ঞপতিম্। ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্॥" ঘট স্পর্শ ক'রে—"ওঁ আজিঘ্র কলসং মহ্য ত্বা বিশন্তিন্দবঃ পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্য সা নঃ। সহস্র ধৃক্ষ্বোরুধারাপয়স্বতী পুনর্ম্মা বিশতাদ্রয়িঃ॥" জল স্পর্শ ক'রে—"ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণস্য স্কম্ভ সর্জ্জনীস্থঃ। বরুণস্য ঋতসদন্যসি বরুণস্য ঋতসদনমসিবরুণস্য ঋতসদনমাসীদ॥" পল্লব স্পর্শ ক'রে—"ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম ধন্বনা তীব্রাঃ সমদো জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিশো জয়েম॥" ফল স্পর্শ ক'রে—"ওঁ যা ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা যো মুঞ্চন্তং হসঃ॥" পুষ্প স্পর্শ ক'রে—"ওঁ শ্রীশ্চতে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যাবহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ন ইষাণ সর্ব্বলোকং ম ইষাণ॥" গন্ধ স্পর্শ ক'রে—"ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করিষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম॥" বস্ত্র স্পর্শ ক'রে—"ওঁ যুবা সুবাসা পরিবীত আগাৎ স উ শ্রেয়ান ভবতি জায়মানঃ।

তং ধীরাসঃ কবয়ঃ উন্নয়ন্তি, স্বাধ্যো মনসা দেবয়ন্তু॥" সিন্দূর স্পর্শ ক'রে—"সিন্ধোরিব প্রাধ্বনেশুঘনাসো বাতঃ প্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্নূর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ॥" দূর্বা স্পর্শ ক'রে—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পরুষঃ পরুষস্পরি। এবা নো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ॥" এরপরে ঘটে হাত দিয়ে স্থিরীকরণ করিবেন। যথা—ওঁ স্থিরো ভব বিড্ঙ্গ আশুর্ভব বাজ্যর্ব্বন। পৃথুর্ভব সুষদস্ত্বমগ্নেঃ॥" এরপর তীর্থ আবাহন করবেন। যথা—"ওঁ গঙ্গাদ্যা সরিতাঃ সর্ব্বাঃ সমুদ্রাশ্চ সরাংসি চ। আয়ান্তু যজমানস্য দূরিত ক্ষয়কারকাঃ॥" এরপরে করযোড়ে পাঠ করবেন—"ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেবসমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ্য তিষ্ঠ দেবী গণৈঃ সহ॥ ওঁ গণানাস্ত্বা গণপতিঙং হবামহে, প্রিয়ণাস্ত্বা প্রিয়পতিঙং হবামহে, নিধীনাস্ত্বা নিধীপতিঙং হবামহে, বসো মম॥" এবার কাণ্ডরোপণ ও সূত্রবেষ্টন করবেন।

কাণ্ডরোপণ—তীরকাঠি স্পর্শ ক'রে—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পরুষঃ পরুষস্পরি। এবানো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেন শতেন চ॥"

সূত্রবেষ্টন—সূত্র স্পর্শ ক'রে—"ওঁ সূত্রামানং পৃথিবীং দ্যামনেহসং সুশর্ম্মানমদিতিং সুপ্রণীতিম্। দৈবীং নাবং স্বরিত্রামনাগমস্রবন্তি মারুহেমা স্বস্তয়ে॥"

আবাহন—কূর্ম্মমুদ্রায় পুষ্পাদি নিয়ে দেবীর ধ্যান শেষ ক'রে পুষ্পটি ঘটে দিয়ে আবাহন করবেন। যথা—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতি সরস্বতি দেবী ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ॥" অনন্তর করযোড়ে পাঠ করবেন—"ওঁ দেবেশি ভক্তিসুলভে পরিবারসমন্বিতে। যাবত্ত্বাং পূজয়িষ্যামি তাবত্ত্বাং সুস্থিরা ভব॥" অনন্তর প্রাণপ্রতিষ্ঠা ও চক্ষুর্দ্দান করবেন। প্রতিমা না হ'লে শালগ্রাম শিলায় বা ঘটে পূজা করবেন, কিন্তু সে স্থলে চক্ষুর্দ্দান, প্রাণপ্রতিষ্ঠা, অধিবাস ইত্যাদি হ'বে না। চক্ষুর্দ্দান কালে মূলমন্ত্রে প্রথমে বামচক্ষুতে, পরে দক্ষিণ চক্ষুতে কাজল দেবেন।

চক্ষুর্দ্দান—একটি বিল্বপত্রে কাজল তুলে কুশের অগ্রভাগ দিয়ে সেই কাজল দেবীর বাম নেত্রের মণিতে মূলমন্ত্র (ঐং) সহ পরিয়ে দেবেন। অথবা

বলবেন—"ওঁ আপ্যায়স্য সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সঙ্গথে॥" এর পরে দেবীর দক্ষিণ নেত্রে উপরে লিখিতভাবে কাজল পরিয়ে বলবেন—"ওঁ দেবানামুদ্গাদনীকং চক্ষুর্মিত্রস্য বরুণস্যাগ্নে। আ প্রা দাব্যা পৃথিবী অন্তরীক্ষং সূর্য্য আত্মা জগতস্ত স্থুষশ্চ॥"

প্রাণপ্রতিষ্ঠা—প্রথমে দেবীর মস্তকে (ঐং) মূলমন্ত্র ১০৮ বার জপ করবেন। তারপর পুষ্পাদি দক্ষিণ হাতে নিয়ে দেবীর হৃদয় অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার দ্বারা স্পর্শ ক'রে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করবেন—

"ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীসরস্বতীদেব্যাঃ প্রাণাঃ ইহ প্রাণাঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীসরস্বতীদেব্যাঃ জীব ইহ স্থিতঃ। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌঃ হংসঃ শ্রীসরস্বতীদেব্যা সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি ইহ স্থিতানি। ওঁ আং হ্রীং ক্রোং যং রং লং বং শং ষং সং হৌং হংসঃ শ্রীসরস্বতীদেব্যাঃ বাঙ্মনশ্চক্ষুঃশ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্ত স্বাহা। ওঁ মনোজ্যোতির্জ্জুষতা-মাজ্যস্য বৃহস্পতির্যজ্ঞমিমং তনোতু। অরিষ্টং যজ্ঞং সমিমং দধাতু, বিশ্বেদেবাস ইহ মাদয়ন্তা মোম্ প্রতিষ্ঠ। ওঁ অস্যৈ প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠন্ত অস্যৈ প্রাণা ক্ষরন্ত চ। অস্যৈ দেবত্বসংখ্যায়ৈ স্বাহা॥" এরপর মূলমন্ত্র (ঐং) তিনবার জপ ক'রে গায়ত্রী পাঠ ক'রে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজা করবেন।

গণেশের পূজা ঃ ধ্যান—"ওঁ খর্ব্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং। প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোল গণ্ডস্থলম্॥ দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূর শোভাকরম্। বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥" আবাহন—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্গণপতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" এরপরে—"ওঁ গাং গণেশায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা ক'রে প্রণাম করবেন। প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ একদন্ত মহাকায়ং লম্বোদর গজাননম্। বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥"—এরপর সূর্য্যপূজা করবেন।

সূর্য্যের পূজা ঃ ধ্যান—"ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি। পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈর্ম্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥" ধ্যানান্তে আবাহন ক'রে— "ওঁ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা ক'রে প্রণাম করবেন। প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥"—এরপর বিষ্ণুপূজা করবেন।

বিষ্ণুর পূজা ঃ ধ্যান—"ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটিহারী হিরণ্ময়-বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥" ধ্যানান্তে আবাহন ক'রে— "ওঁ নারায়ণায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা ক'রে প্রণাম করবেন। প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"—এরপর শিবপূজা করবেন।

শিবের পূজা ঃ ধ্যান—"ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং, রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্। পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানম্, বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥" ধ্যানান্তে আবাহন ক'রে—"ওঁ নমঃ শিবায় নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা ক'রে প্রণাম করবেন। প্রণাম মন্ত্র— "ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে। নিবেদয়ামি চাত্মানং ত্বং গতি পরমেশ্বরঃ॥"—এরপর দুর্গাপূজা করবেন।

দুর্গার পূজা ঃ ধ্যান—"ওঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাম্। শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্॥ সিংহস্কন্ধাধি-রূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলাং তেজসাপুরয়ন্তীং। ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশ পরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ। ওঁ হ্রীং দুর্গায়ৈ নমঃ॥" ধ্যানের পর আবাহন ক'রে— "হ্রীং ওঁ দুর্গায়ৈ নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা ক'রে প্রণাম করবেন। প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ নমো সর্ব্বমঙ্গল মঙ্গল্যে শিবে সবার্থ সাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥"

এরপর— "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" মন্ত্রে ব্রহ্মার, এবং—"ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যাং যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ আদিত্যাদি নবগ্রহেভ্যো, ওঁ ইন্দ্রাদি দশদিকপালেভ্যো নমঃ, ওঁ মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ, ওঁ ক্ষেত্রপালেভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে অন্যান্য দেবদেবীর পূজা ক'রে শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবীর প্রধান পূজা করবেন।

প্রধান পূজা—দেবীর পুনরায় ধ্যান ক'রে—"ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে ষোড়শোপচার পূজা করবেন। প্রতিটি দ্রব্যের অর্চনা ক'রে দেবীকে নিবেদন করবেন। আসন—প্রথমে রজতাসন গ্রহণ ক'রে—"এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার জলের ছিটা দিয়ে— "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" এইভাবে সমস্ত দ্রব্যই অর্চনা ক'রে দেবীকে নিবেদন করবেন। নিবেদন—"ওঁ আসনং গৃহ্ণ দেবেশি যৎ কৃতং শোভনং ময়া। সর্ব্বকালফলং দেবি বাগীশ্বরী নমোঽস্তু তে। ইদং রজতাসনং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" স্বাগত—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বর্ভগবতি শ্রীসরস্বতীদেবি স্বাগতং সুস্বাগতম্। ওঁ স্বাগতানুগৃহীতোঽস্মি সুস্বাগতমিদং শুভম্। প্রসন্না ভব দেবেশি কৃপাং কুরু হরিপ্রিয়ে॥" পাদ্য—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ পাদ্যং গৃহ্ণ দেবেশি সর্ব্বদুঃখাপহারকম্। ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে বিষ্ণুবল্লভে॥ এতৎ পাদ্যং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" অর্ঘ্য—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ দূর্ব্বাক্ষতসমাযুক্তং গন্ধপুষ্পং তথা পরম্। শোভনং শঙ্খপাত্রস্থং গৃহাণার্ঘ্যং সুরেশ্বরি॥ ইদমর্ঘ্যং ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ॥" (যজুর্বেদীয়রা—'ইদমর্ঘ্যং' স্থলে 'এষোঽর্ঘ্যঃ' বলবেন)। আচমনীয়—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্ব্বপাপহরং শুভম্। গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্॥ ইদমাচমনীয়ং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" মধুপর্ক—আগের মতো অর্চ্চনা ক'রে—"ওঁ মধুপর্কং মহাদেবী ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিকল্পিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহ্ণ দেবি সরস্বতী॥ এষ মধুপর্কঃ ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" পুনরাচমনীয়—আগের মতো অর্চনা ক'রে—আচমনীয়-এর মন্ত্র পাঠ ক'রে নিবেদন করবেন। স্নানীয়—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং নিত্যং শুদ্ধং মনোহরং। স্নানার্থং তে ময়া ভক্ত্যা কল্পিতং রাগবস্তুনা॥ ইদং স্নানীয়োদকং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।"

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা পদ্ধতি

বস্ত্র—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ বহুতন্তুসমাযুক্তং পট্টসূত্রাদিনির্ম্মিতম্। বাসোদেবি সুশুক্লঞ্চ গৃহাণ ত্বং বাগীশ্বরি॥ ইদং বস্ত্রম্ ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" আভরণ—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ দিব্যরত্নসমাযুক্তা বহ্নিভানু সমপ্রভা। গাত্রাণি শোভয়িষ্যন্তি অলঙ্কারা বাগীশ্বরি॥ ইদং রজতাভরণং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" গন্ধ—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ শরীরং তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ। ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্॥ এষ গন্ধঃ ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" পুষ্প—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ পুষ্পং মনোহরং রম্যং সুগন্ধি দেবনির্ম্মিতম্। হৃদ্যমদ্ভুতমাঘ্রেয়ং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাম্॥ এতৎ পুষ্পং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" ধূপ—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ বনস্পতিরসো দিব্য গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ এষ ধূপঃ ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" এরপরে— "ওঁ জয়ধ্বনি মন্ত্র মাতঃ স্বাহা।" মন্ত্রে ঘন্টা পূজা ক'রে বাম হাতে ঘন্টা বাজাবেন, এবং ধূপ দশবার ঘুরিয়ে দেবীর বামদিকে স্থাপন করবেন। দীপ—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ অগ্নির্জ্যোতিঃ রবির্জ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ। জ্যোতিষামুত্তমো দেবি দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ এষ দীপঃ ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" বাম হাতে ঘন্টা বাজিয়ে দীপ ঘুরিয়ে দেবীর দক্ষিণ ভাগে স্থাপন করবেন। নৈবেদ্য—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ আমান্নং ঘৃতসংযুক্তং নানাবস্তুসমন্বিতং। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ ত্বং বাগীশ্বরি॥ এতৎ নৈবেদ্যং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" পরে—"ওঁ প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা"—ব'লে দেবীকে পঞ্চগ্রাস মুদ্রা প্রদর্শন করাবেন। এরপরে পুনরায় পুনরাচমনীয় জল, আগের মতো অর্চনা ক'রে "ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে দেবেন। মোদক—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ মোদকং স্বাদুসংযুক্তং শর্করাদিবিনির্ম্মিতং। সুরসং মধুরং ভোজ্যং দেবি ত্বং প্রতিগৃহ্যতাম্॥ ইদং মোদকদ্রব্যং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" তাম্বুল—আগের মতো অর্চনা ক'রে—"ওঁ ফলপত্রসমাযুক্তং কর্পূরেণ সুবাসিতম্। ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বুলং প্রতিগৃহ্যতাম॥ এতৎ তাম্বুলম্ ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" একশ' আটটি দূর্বা—আগের মত অর্চনা ক'রে—"ওঁ নমস্তে সর্ব্বগে দেবি নমস্তে সুখমোক্ষদে। দূর্ব্বা গৃহাণ দেবি ত্বং মাং নিস্তারয় সর্ব্বতঃ॥ এষা দূর্ব্বা ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" পুষ্পমালা আগের মতো অর্চনা করে—"ওঁ সূত্রেণ গ্রথিতং

মাল্যং নানাপুষ্পসমন্বিতং। শ্রীযুক্ত লম্বমানঞ্চ গৃহাণ দেবী সারদে।। এতৎ পুষ্পমাল্যম্ ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" এর পরে প্রতিমার ললাটে "ঐং" মন্ত্রে সিন্দূরের তিলক দিয়ে পঞ্চোপচারে শ্রীলক্ষ্মীদেবীর পূজা করবেন।

লক্ষ্মীর পূজা ঃ ধ্যান—"ওঁ পাশাক্ষমালিকাম্ভোজসৃণির্যাম্য সৌম্যয়োঃ। পদ্মাসনস্থাং ধ্যায়েচ্চ শ্রিয়ং ত্রৈলোক্য মাতরম্ ।। গৌরবর্ণাং সুরূপাঞ্চ সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্। রৌক্মপদ্মব্যগ্রকরাং বরদাং দক্ষিণেন তু।।" ধ্যানান্তে আবাহন ক'রে "ওঁ শ্রীং লক্ষ্ম্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে পঞ্চোপচারে পূজা ক'রে প্রণাম করবেন। প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ বিশ্বরূপস্য ভার্য্যাসি পদ্মে পদ্মালয়ে শুভে। সর্ব্বতঃ পাহি মাং দেবি মহালক্ষ্মি নমোঽস্তু তে ।।"

এরপর—"ওঁ পুস্তকেভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে পুস্তকের পূজা, "ওঁ মস্যাধারায় নমঃ।" মন্ত্রে দোয়াতের পূজা, "ওঁ লেখন্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে কলমের পূজা, "ওঁ বাদ্যযন্ত্রাদিভ্যো নমঃ।" মন্ত্রে বাদ্যযন্ত্রের পূজা এবং "ওঁ হংসায় নমঃ।" মন্ত্রে হংসের পূজা করবেন। এরপরে সরস্বতীকে—"ইদং রাগদ্রব্যং ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে আবির ও অভ্র দেবেন। পরে দেবীকে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দেবেন।

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—"ওঁ জয় জয় দেবি চরাচরসারে, কুচযুগশোভিতমুক্তাহারে।। বীণাপুস্তকরঞ্জিত হস্তে, ভগবতী ভারতী দেবি নমস্তে।। এষ সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যৈ নমঃ।।১।।" ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে। বিদ্যারূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে।। এষ সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যৈ নমঃ।।২।।" "ওঁ সা মে ভবতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তকধারিণী। মুরারীবল্লভাং দেবী সর্ব্ব শুক্লা সরস্বতী।। এষ সচন্দন গন্ধ-পুষ্পাঞ্জলি ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যৈ নমঃ।।৩।।"

প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ। বেদবেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।।"

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—(দ্বিতীয় প্রকার)—"যা কুন্দেন্দু তুষারহার ধবলা যা শ্বেত পদ্মাসনা। যা বীণাবরদণ্ড মণ্ডিত ভুজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।। যা ব্রহ্মাচ্যুত শঙ্করঃ

প্রভৃতিভির্দ্দেবগণৈঃ বন্দিতা। সা মাং পাতু ভগবতী সরস্বতী নিঃশেষ জাড্যাপহা।। সা মে বসতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তক ধারিণী। মুরারী বল্লভাং দেবীং সর্ব্বশুক্লা সরস্বতী।। সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে। বিদ্যারূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে।।"

সাধারণের পুষ্পাঞ্জলি—জল নিয়ে হাত ধুয়ে করযোড়ে মন্ত্র পাঠ করাবেন—"নমঃ অপবিত্রো পবিত্র বা সর্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তর শুচিঃ।। নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ।" পরে পুষ্প নিয়ে—"নমঃ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ। বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যা-স্থানেভ্য এব চ।। এষ সচন্দনপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলি সরস্বত্যৈ দেব্যৈ নমঃ।" —মন্ত্রে তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াবার পরে প্রণাম মন্ত্রে প্রণাম করাবেন। প্রণাম মন্ত্র—"নমো সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে। বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে।।" (ব্রাহ্মণদের 'নমঃ' শব্দের পরিবর্তে 'ওঁ' বলাবেন।)

সরস্বতী স্তোত্রম্—"শ্বেতপদ্মাসনা দেবী শ্বেতপুষ্পোপশোভিতা। শ্বেতাম্বরধরা নিত্যা শ্বেতগন্ধানুলেপনা।। শ্বেতাক্ষ-সূত্রহস্তা চ শ্বেত চন্দনচর্চ্চিতা। শ্বেতবীণাধরা শুভ্রা শ্বেতালঙ্কারভূষিতা।। বন্দিতা সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈরর্চ্চিতা দেবদানবৈঃ। পূজিতা মুনিভিঃ সর্ব্বৈঋষিভিঃ স্তূয়তে সদা।। স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং জগদ্ধাত্রীং সরস্বতীম্। যে স্মরন্তি ত্রিসন্ধ্যায়াং সর্ব্বাং বিদ্যাং লভন্তি তে।।"

বাণী স্তোত্রম্—যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—কৃপাং কুরু জগন্মাতর্মামেব হততেজসম্। গুরুশাপাৎ স্মৃতিভ্রষ্টং বিদ্যাহীনঞ্চ দুঃখিতম্।। জ্ঞানং দেহি স্মৃতিং দেহি বিদ্যাং বিদ্যাধিদেবতে। প্রতিষ্ঠাং কবিতাং দেহি শক্তিং শিষ্য প্রবোধিকাম্।। গ্রন্থ কর্ত্তৃত্বশক্তিঞ্চ সচ্ছিষ্যং সুপ্রতিষ্ঠিতম্। প্রতিভাং সৎসভায়াঞ্চ বিচারক্ষমতাং শুভাম্।। লুপ্তং সর্ব্বং দৈববশান্ নবীভূতং পুনঃ কুরু। যথাঙ্কুরং ভস্মানি চ করোতি দেবতা পুনঃ।। ব্রহ্মস্বরূপা পরমা জ্যোতিরূপা সনাতনী। সর্ব্ববিদ্যাধিদেবী যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ।। যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং শশ্বদ্‌জীবন্মৃত তৎ ভবেৎ। জ্ঞানাধিদেবী যা তস্যৈ সরস্বত্যৈ নমো নমঃ।। যয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং মূকমুন্মত্তবৎ সদা। বাগধিষ্ঠাত্রী যা দেবী তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ।। হিম-চন্দন-কুন্দেন্দু-কমুদাম্ভোজ-সন্নিভা। বর্ণাধিদেবী যা তস্যৈ চাক্ষরায়ৈ নমো নমঃ।। বিসর্গবিন্দুমাত্রাসু যদধিষ্ঠানমেব চ।

যদধিষ্ঠাত্রী যা দেবী ভারত্যৈ তে নমো নমঃ।। যয়া বিনা চ সংখ্যাকৃৎ কর্ত্তুং ন শক্যতে। কাল সংখ্যাস্বরূপা যা তস্যৈ দেব্যৈ নমো নমঃ।। ব্যাখ্যাস্বরূপা যা দেবী ব্যাখ্যাধিষ্ঠাতৃদেবতা। ভ্রমসিদ্ধান্ত-রূপা যা তস্যৈ বাণ্যৈ নমো নমঃ।। স্মৃতিশক্তি র্জ্ঞানশক্তির্ব্বুদ্ধিশক্তি স্বরূপিণী। প্রতিভা কল্পনা শক্তি যা চ তস্যৈ নমো নমঃ।। সনৎকুমারো ব্রহ্মাণং জ্ঞানং প্রপচ্ছ যত্র বৈ। বভুব জড়বৎ সোঽপি সিদ্ধান্তং কর্ত্তুমক্ষমঃ।। তদা জগাম ভগবানাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরঃ। উবাচ সততং স্তোতুং বাণীমিতি প্রজাপতিম্।। স চ তুষ্টাব ত্বাং ব্রহ্মা চাজ্ঞয়া পরমাত্মনঃ। চকার ত্বৎপ্রসাদেন তদা সিদ্ধান্ত মুত্তমম্।। যদাপ্যনন্তং পপ্রচ্ছ জ্ঞানমেকং বসুন্ধরা। বভুব মূকবৎ সোঽপি সিদ্ধান্তং কর্ত্তুমক্ষমঃ।। তদা ত্বাঞ্চ স তুষ্টাব সন্ত্রস্তঃ কশ্যপাজ্ঞয়া। ততশ্চকার সিদ্ধান্তং নির্ম্মলং ভ্রমভঞ্জনম্।। ব্যাসঃ পুরাণসূত্রঞ্চ পপ্রচ্ছ বাল্মীকিং সদা। মৌনীভূতঃ সস্মার ত্বামেব জগদম্বিকাম্।। তদা চকার সিদ্ধান্তং ত্বদ্‌বরেণ মুনীশ্বরঃ। সংপ্রাপ্য নির্ম্মল্য জ্ঞানং প্রমাদধ্বংসকারণম্।। পুরাণসূত্রং শ্রুত্বা স ব্যাসঃ কৃষ্ণকুলোদ্ভবঃ। ত্বাং সিষেবে স দধ্যৌ চ শতবর্ষঞ্চ পুষ্করে।। তদা ত্বত্তো বরং প্রাপ্য স কবীন্দ্রো বভুব হ । তদা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণঞ্চ চকার সঃ।। যদা মহেশং পপ্রচ্ছ তত্ত্বজ্ঞানং শিবা স্বয়ম্। ক্ষমং ত্বামেব সঞ্চিন্ত্য তস্যৈ জ্ঞানং দদৌ বিভুঃ।। পপ্রচ্ছ শব্দ শাস্ত্রাণি মহেন্দ্রশ্চ বৃহস্পতিম্। দিব্যং বর্ষসহস্রঞ্চ স ত্বাং দধ্যৌ চ পুষ্করে।। তদা ত্বত্তো বরং প্রাপ্য দিব্য বর্ষসহস্রকম্। উবাচ শব্দ শাস্ত্রঞ্চ তদর্থঞ্চ সুরেশ্বরম্।। অধ্যাপিতাশ্চ যৈঃ শিষ্যা যৈরধীতং মুনীশ্বরৈঃ। তে চ তাং পরিসঞ্চিন্ত্য প্রবর্ত্তন্তে সুরেশ্বরি।। তং সংস্তুতা পূজিতা চ মুনীন্দ্রমনুমানবৈঃ। দৈত্যেন্দ্রৈশ্চ সুরৈশ্চাপি ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাদিভিঃ।। জড়ীভূতঃ সহস্রস্য, পঞ্চবক্ত্রশ্চতুর্ম্মুখঃ। যাং স্তোতুং কিমহং স্তৌমি ত্বামেকাস্যেন মানবঃ।। ইত্যুক্ত্বা যাজ্ঞবল্কশ্চ ভক্তি-নম্রাত্মকন্ধরঃ। প্রণনাম নিরাহারো রুরোদ চ মুহুর্ম্মুহুঃ।। তদা জ্যোতিঃ স্বরূপা সা তেনাদৃষ্টা হপ্যুবাচ তম্। তং কবীন্দ্রো বভেত্যুক্ত বৈকুণ্ঠঞ্চ জগাম হ। যাজ্ঞবল্ক্যকৃতং বাণী স্তোত্রং যঃ সংযতঃ পঠেৎ। স কবীন্দ্রো মহাবাগ্মী বৃহস্পতি সমো ভবেৎ।। মহামূর্খশ্চ দুর্ম্মেধ বর্ষমেকঞ্চ যঃ পঠেৎ। স পণ্ডিতশ্চ মেধাবী সুকবিশ্চ ভবেদ্ধ্রুবম্।।

সরস্বতী কবচম্—ব্রহ্মোবাচ। শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি কবচং সর্ব্বকামদম্। শ্রুতিসারং শ্রুতিসুখং শ্রুত্যুক্তং শ্রুতিপূজিতম্।। উক্তং কৃষ্ণেণ গোলকে মহ্যং

বৃন্দাবনে বনে। রাসেশ্বরেণ বিভুনা রাসেন রাসমণ্ডলে।। অতীব গোপনীয়ঞ্চ কল্পবৃক্ষসমং পরম্। অশ্রুতাদ্ভুতমন্ত্রাণাং সমূহৈশ্চ সমন্বিতম্।। যদ্ধৃতা ভগবান্ শুক্রঃ সর্ব্বদৈত্যশ্চপূজিতঃ।। পাঠনাদ্ধারণাদ্বাগ্মী কবীন্দ্রো বাল্মীকো মুনিঃ। স্বায়ম্ভুবো মনুশ্চৈব যদ্ধৃত্বা সর্ব্বপূজিতঃ।। কণাদো গৌতমঃ কণ্বঃ পাণিনিঃ শাকটায়নঃ। গ্রন্থঞ্চকারযদ্ধৃত্বা দক্ষঃ কাত্যায়নঃ স্বয়ম্।। কৃত্বা বেদবিভাগঞ্চ পুরাণাখ্যাখিলানি চ। চকার লীলামাত্রেণ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ স্বয়ম্।। শাতাতপশ্চ সংবর্ত্তো বশিষ্ঠশ্চ পরাশরঃ। যদ্ধৃত্বা পঠনাদ্ গ্রন্থং যাজ্ঞবল্ক্যশ্চকার সঃ।। ঋষ্যশৃঙ্গো ভরদ্বাজশ্চাস্তীকো দেবলস্তথা। জৈগীষব্যোঽথ জাবালির্যদ্ধৃত্বা সর্ব্বপূজিতঃ।। কবচস্যাস্য বিপ্রেন্দ্র ঋষিরেবঃ প্রজাপতিঃ। স্বয়ং বৃহস্পতিশ্ছন্দো দেবো রাসেশ্বরঃ প্রভুঃ।। সর্ব্বতত্ত্বপরিজ্ঞান সর্ব্বার্থসাধনেষু চ। কবিতাসু চ সর্ব্বাসু বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।। ওঁ হ্রীং সরস্বত্যৈ স্বাহা, শিরো মে পাতু সর্ব্বতঃ। শ্রীবাগ্‌দেবতায়ৈ স্বাহা ভালং সর্ব্বদাবতু।। ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহেতি শ্রোত্রং পাতু নিরন্তরম্। ওঁ শ্রীং হ্রীং ভারত্যৈ স্বাহা নেত্রযুগ্মং সদাবতু।। ঐং হ্রীং বাগ্বাদিন্যৈ স্বাহা নাসাং সর্ব্বতোঽবতু। হ্রীং বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা ওষ্ঠ সদাবতু।। ওঁ শ্রীং হ্রীং ব্রাহ্ম্যৈস্বাহেতি দন্তপংক্তিঃ সদাবতু। ঐং ইত্যেকাক্ষরো মন্ত্রো মম কণ্ঠং সদাবতু।। ওঁ হ্রীং হ্রীং পাতু মে গ্রীবাং স্কন্ধং মে শ্রীং সদাবতু। বিদ্যাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা বক্ষঃ সদাবতু।। ওঁ হ্রীং হ্রীং বাণ্যৈ স্বাহেতি মম পৃষ্ঠঃ সদাবতু। ওঁ সর্ব্ববর্ণাত্মিকায়ৈ স্বাহা পাদযুগ্মং সদাবতু।। ওঁ বাগাধিষ্ঠাতৃদেব্যৈ স্বাহা সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু। ওঁ সর্ব্বকণ্ঠবাসিন্যৈ স্বাহা প্রাচ্যাং সদাবতু।। ওঁ ঐং হ্রীং জিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহাদিশি রক্ষতু।। ওঁ ঐং হ্রীং শ্রীং সরস্বত্যৈ বধুজনন্যৈ স্বাহা। সততং মন্ত্রহর্দ্রোঽয়ং দক্ষিণে মাং সদাবতু। ওঁ হ্রীং শ্রীং ত্র্যক্ষরো মন্ত্রো নৈর্ঋত্যাং মে সদাবতু।। কবিজিহ্বাগ্রবাসিন্যৈ স্বাহা মাং বারুণেঽবতু। ওঁ সদাম্বিকায়ৈ স্বাহা বায়ব্যে মাং সদাবতু।। গদ্যপদ্যবাসিন্যৈ স্বাহা মামুত্তরেঽবতু।। ওঁ সর্ব্বশাস্ত্রবাসিন্যৈ স্বাহৈশান্যাং মাং সদাবতু। ওঁ হ্রীং সর্ব্বপূজিতায়ৈ স্বাহা চোর্দ্ধং সদাবতু।। ওঁ হ্রীং পুস্তকবাসিন্যৈ স্বাহাধো মাং সদাবতু। ওঁ গ্রন্থবীজরূপায়ৈ স্বাহা মাং সর্ব্বতোঽবতু।। ইতি তে কথিতং বিপ্র সর্ব্বমন্ত্রৌঘবিগ্রহম্।। ইদং বিশ্বজয়ং নাম কবচং ব্রহ্মরূপিণম্।। পুরা শ্রুতঃ ধর্ম্মবক্ত্রাৎ পর্ব্বতে গন্ধমাদনে। তব স্নেহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্যচিৎ।। গুরুমভ্যর্চ্চ্য বিধিবৎ বস্ত্রালঙ্কারচন্দনৈঃ। প্রণম্য দণ্ডবদ্ভূমৌ কবচং ধারয়েৎ সুধীঃ।। পঞ্চলক্ষজপেনৈব

সিদ্ধস্তু কবচং ভবেৎ। যদি স্যাৎ সিদ্ধকবচো বৃহস্পতিসমো ভবেৎ॥ মহাবাগ্মী কবিন্দ্রশ্চ ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ। শক্নোতি সর্ব্বং জেতুং স কবচস্য প্রসাদতঃ॥ ইদং তে কাণ্বশাখোক্তং কথিতং কবচং মুনে। স্তোত্রং পূজাবিধানঞ্চ ধ্যানঞ্চ বন্দনং তথা॥

যজুর্বেদীয় হোম (কুশণ্ডিকা)

কেশ, তুষ, অঙ্গারাদি বর্জিত বালি দিয়ে চারদিকে একহাত প্রমাণ স্থণ্ডিল নির্ম্মাণ ক'রে, গোময় দ্বারা শুদ্ধ ক'রে, কুশবারি দ্বারা তিনবার স্থণ্ডিল প্রোক্ষণ করবেন। পরে স্থণ্ডিলে পূর্বাগ্র প্রাদেশ প্রমাণ তিনটি কুশ স্থাপন ক'রে, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দিয়ে, কুশের মূলভাগ থেকে তিনবার বালি নিয়ে ত্যাগ করবেন। তারপর কাঁসার পাত্রে (অভাবে নতুন মাটির পাত্রে) অগ্নি গ্রহণ ক'রে, তা' থেকে কিছু অগ্নি নিয়ে মন্ত্র পাঠ পূর্বক ত্যাগ করবেন। যথা—"ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।" এই মন্ত্র পাঠের পর স্থণ্ডিলের উপর তিনবার ঘুরিয়ে দক্ষিণ দিকে ত্যাগ করবেন। এরপর শুদ্ধ অগ্নি নিয়ে—"ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা, দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্।" মন্ত্র পাঠ ক'রে নিজ অভিমুখে স্থণ্ডিলে অগ্নি স্থাপনপূর্বক করজোড়ে মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা—"ওঁ সর্ব্বতঃ পানিপাদান্ত সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নিঃ প্রণীত সর্ব্বকর্ম্মসু॥" এবার অগ্নির দক্ষিণে কতকগুলি পূর্বাগ্র কুশ স্থাপন ক'রে, ব্রহ্মার আসন স্থাপন ক'রে, ব্রহ্মাবরণ করবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাসি মকররাশিস্থে ভাস্করে (ফাল্গুন মাস হ'লে—কুম্ভরাশিস্থে) শুক্লেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা লেখনীমস্যাধার সহিত পূজাকর্ম্মাঙ্গভূতহোমকর্ম্মণি ব্রহ্মকর্ম্মকরণায় অমুকগোত্রং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাণং ব্রহ্মত্বেণ ভবন্তমহং বৃণে।" বৃত ব্রহ্মা বলবেন—"ওঁ বৃতোঽস্মি।" কর্তা বলবেন—"যথাবিহিত ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু।" ব্রহ্মা বলবেন—"যথাজ্ঞানং করবানি।" যদি বৃত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মা না হন, তবে নারায়ণ শিলাকেই ব্রহ্মারূপে কল্পনা ক'রে হোতা— "ওঁ অহে দৈধিষব্যোদতস্তিষ্ঠান্যস্য সদনে সীদ, যোঽস্মাৎপাকতরঃ।" মন্ত্রে নারায়ণ শিলাকে পূর্বস্থাপিত আসনে স্থাপিত করবেন। এরপর উক্ত আসন থেকে একগাছি কুশ বামহস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা দিয়ে গ্রহণ ক'রে— "ওঁ নিরস্তঃ পাপ্মাসহ তেন বয়ং দ্বিষ্মঃ।"

মন্ত্রে দক্ষিণ কোণে নিক্ষেপ ক'রে মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা—"ওঁ ইদমহং বৃহস্পতেঃ সদনে সীদামি, প্রসূতো দেবে সবিত্রা, তদগ্নয়ে প্রব্রবীমি, তদ্বায়বে, তৎপৃথিব্যৈ।" এরপর অগ্নির উত্তরভাগে প্রণীতাপাত্র স্থাপন ক'রে অচ্ছিন্ন কুশদ্বারা অগ্নির ঈশান কোণ থেকে দক্ষিণাবর্তে কুশ আস্তৃত ক'রে অগ্নির উত্তরে দক্ষিণ দিক থেকে যথাক্রমে আবশ্যকীয় দ্রব্যসকল আসাদন করবেন। যথা—পবিত্রচ্ছেদনার্থ কুশপত্রত্রয়, পবিত্রদ্বয়, প্রোক্ষণীপাত্র (কোশাকুশি) তিনগাছি সম্মার্জন কুশ, তিনগাছি উপযমন কুশ, প্রাদেশপ্রমাণ তিনটি সমিধ, স্রুব, ঘৃত, আতপতণ্ডুল ও পূর্ণপাত্র। এই সব দ্রব্য আসাদন ক'রে পবিত্রচ্ছেদনার্থ পূর্ব্বস্থাপিত প্রাদেশপ্রমাণ তিনটি কুশ—"ওঁ পবিত্রেস্থো বৈষ্ণব্যৌ।" মন্ত্রে নখ ছাড়া ছেদন ক'রে—"বিষ্ণোর্ম্মনসা পূতে স্থঃ।" মন্ত্রে প্রোক্ষণীপাত্রের জলে অভ্যুক্ষিত ক'রে উক্ত পাত্রে স্থাপন ক'রে প্রণীতাপাত্রে (যজ্ঞীয়পাত্র) কিঞ্চিৎ জল দিয়ে বামহাতের উপর প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন ক'রে কিছুটা জল নিয়ে প্রোক্ষণীপাত্র ও অন্যান্য পাত্র অভ্যুক্ষণ ক'রে প্রণীতাপাত্রের কাছে প্রোক্ষণীপাত্র স্থাপন করুন। এরপর সামনে আজ্যস্থালী স্থাপন ক'রে তা'তে পূর্বাসাদিত ঘৃত স্থাপন করবেন। পরে স্থণ্ডিল থেকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি গ্রহণ ক'রে ঈশান কোণ থেকে দক্ষিণাবর্তে তিনবার ঘৃতপাত্র বেষ্টন ক'রে স্থণ্ডিলে নিক্ষেপ করবেন। পরে স্রুব গ্রহণ ক'রে তা অগ্নিতে অধোমুখে প্রতপ্ত ক'রে সম্মার্জন কুশদ্বারা স্রুবের মূল থেকে অগ্র এবং অগ্র থেকে মূল পর্যন্ত সম্মার্জন ক'রে ঐ কুশ পরিত্যাগ ক'রে প্রণীতাপাত্রের জল দিয়ে অভ্যুক্ষণ ক'রে ও আগের মতো প্রতপ্ত ক'রে প্রোক্ষণীপাত্রের উত্তরে স্থাপন করবেন। পরে প্রোক্ষণীপাত্রের পবিত্র গ্রহণ ক'রে ও পাত্রের কিছুটা ঘৃত উঠিয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা—"ওঁ সবিতুস্ত্বা প্রসব উৎপূণাম্যচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা।" এরপর পূর্বসংগৃহীত প্রাদেশপ্রমাণ কুশ গ্রহণ ক'রে, প্রোক্ষণীপাত্রে স্থাপন ক'রে প্রোক্ষণীপাত্র থেকে পবিত্র জল নিয়ে মন্ত্রপাঠ সহকারে অগ্নি পর্য্যুক্ষণ ক'রে সম্মুখীকরণ করবেন। যথা—"ওঁ এষো হ দেবঃ প্রদিশোঽনু সর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভেঽন্তঃ স এবং জাত ন জনিষ্যমান প্রত্যঙ্জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বোতোমুখং।" পরে ঘৃতদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রে হোম করবেন। যথা—"ওঁ প্রজাপতয়ে স্বাহা, ইদং প্রজাপতয়ে ; ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা, ইদমিন্দ্রায় ; ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা, ইদমগ্নয়ে ; ওঁ সোমায় স্বাহা, ইদং সোমায়।" প্রত্যেক আহুতির শেষে স্রুবলগ্নঘৃত অগ্নির উত্তরে রক্ষিত পাত্রে রক্ষা করবেন। এরপর মহাব্যাহৃতি হোম করবেন।

মহাব্যাহৃতি হোম—"ওঁ ভূঃ স্বাহা, ইদমগ্নয়ে। ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ইদং বায়বে। ওঁ স্বঃ স্বাহা, ইদং সূর্য্যায়।" এবার প্রকৃত হোম করবেন।

প্রকৃত হোম—প্রথমে সঙ্কল্প করবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাসি শুক্লেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা (যজমানের হ'লে—অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ বা শ্রীঅমুক দাসঃ) শ্রীশ্রীসরস্বতীপূজাঙ্গীভূত ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ স্বাহেতি মন্ত্রেণ প্রত্যেকেন পঠিতেন (১০৮ টি হ'লে—'অষ্টোত্তর শতসংখ্যক' ২৮টি হ'লে— 'অষ্টাবিংশতি সংখ্যক') সাজ্য-বিল্বপত্র সমিধ্‌ভিঃ হোমকর্ম্মাহং করিষ্যামি।" এবার হোমীয় দ্রব্য অর্চনা করবেন, যথা—"এতেভ্যো বিল্বপত্র-সমিধ্‌ভ্যঃ নমঃ।" মন্ত্রে তিনবার জলের ছিটা দিয়ে— "এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে কুশোদক দেবেন। পরে— "ওঁ ঐং সরস্বত্যৈ স্বাহা।" মন্ত্রে বিল্বপত্র দিয়ে হোম করবেন। এরপর আটাশটি যজ্ঞডুমুর সমিধ দিয়ে বিষ্ণুর হোম করবেন। মন্ত্র, যথা—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ। দিবীব চক্ষুরাততম্ স্বাহা॥ ইদং বিষ্ণবে।" এরপর নবগ্রহ হোম করবেন।

নবগ্রহ হোম—রবিগ্রহ—"ওঁ আকৃষ্ণেণ রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্ময়েণ সবিতা রথেনা দেবো যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা, ইদং রবিগ্রহায় স্বাহা॥ ১॥" সোমগ্রহ—"ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোমবৃষ্ণ্যং ভবা বাজস্য সঙ্গথে স্বাহা, ইদং সোমগ্রহায় স্বাহা॥ ২॥" মঙ্গলগ্রহ—"ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা, ইদং মঙ্গলগ্রহায় স্বাহা॥ ৩॥" বুধগ্রহ—"ওঁ উদ্বুধ্যস্বাগ্নে প্রতিজাগৃহি ত্বমিষ্টাপূর্ত্তে সংসৃজেথাময়ঞ্চ। অস্মিন্ সধস্থে অধ্যুত্তরস্মিন্, বিশ্বদেবা যজমানস্য সীদতি স্বাহা, ইদং বুধগ্রহায়॥ ৪॥" বৃহস্পতিগ্রহ—"ওঁ বৃহস্পতে অতিঅদর্য্যো অর্হদদ্যুমদ্বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু। যদ্দীদয়চ্ছবসঋত প্রজাত তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রং স্বাহা, ইদং বৃহস্পতিগ্রহায়॥ ৫॥" শুক্রগ্রহ—"ওঁ অন্নাৎ পরিস্রুতো রসং ব্রহ্মণা ব্যপিবৎ, ক্ষত্রং পয়ঃ সোমপ্রজাপতি। ঋতেন সত্যমিন্দ্রিয়মবিপানং শুক্রমন্ধসং ইন্দ্রস্যেন্দ্রিয়মিদং পয়োঽমৃতং মধু স্বাহা, ইদং শুক্রগ্রহায়॥ ৬॥" শনিগ্রহ—"ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ে, আপো ভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি স্রবন্তু নঃ স্বাহা, ইদং শনিগ্রহায়॥ ৭॥" রাহুগ্রহ—"ওঁ কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তি পরুষ

পরুষস্পরি। এবানো দূর্ব্বে প্রতনু, সহস্রেন শতেন চ স্বাহা, ইদং রাহুগ্রহায়॥ ৮॥" কেতুগ্রহ—"ওঁ কেতুং কৃণ্বন্ন কেতবে, পেশো মর্য্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থাঃ স্বাহা, ইদং কেতুগ্রহায় স্বাহা॥ ৯॥" এইভাবে নবগ্রহ হোম সম্পূর্ণ হ'লে তারপর ইন্দ্র-বরুণাদি দিকপালগণের হোম করবেন।

দিকপাল হোম—ইন্দ্র—"ওঁ ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবে হবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্। হ্বয়ামি শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রং স্বস্তি নো মঘবা ধাত্বিন্দ্রঃ স্বাহা॥ ইদম ইন্দ্রায়।" অগ্নি—"ওঁ বৈশ্বানরো ন উতয়, আ প্রয়াতু পরাবতঃ। অগ্নিরুক্থেন বাহসা। উপয়াম গৃহীতোঽসি বৈশ্বানরায় ত্বৈষতে যোনির্বৈশ্বানরায় ত্বা স্বাহা॥ ইদমগ্নয়ে।" যম—"ওঁ অসি যমো অস্যাদিত্যো অর্ব্বন্নসি, ত্রিতো গুহ্যেন ব্রতেন। অসি সোমেন সময়া বিপৃক্ত আহুস্তে ত্রীণি দিবি বন্ধনানি স্বাহা॥ ইদং যমায়।" নৈঋত—"ওঁ যস্তে দেবী নির্ঋতিরাববন্ধ, পাশংগ্রীবাস্ববিচ্ছৃতাম্। তন্তে বিষ্যামায়ুষো ন মধ্যাদথৈতং পিতুমদ্ধি প্রসূতঃ। নমো ভূত্যৈয়েদঞ্চকার স্বাহা॥ ইদং নৈঋতয়ে।" বরুণ—"ওঁ বরুণস্যোত্তম্ভনমসি। বরুণস্য স্কম্ভ সর্জ্জনীস্থঃ। বরুণস্যঋতসদনমসি। বরুণস্য ঋতসদনমাসীদ স্বাহা॥ ইদং বরুণায়।" বায়ু—"ওঁ বাতো বা মনো বা গন্ধর্ব্বাঃ সপ্তবিংশতি। তে অগ্রেশ্বময়ুঞ্জং স্তে অস্মিন্ জবমাদধুঃ স্বাহা॥ ইদং বায়বে।" কুবের—"ওঁ কুবিদঙ্গ যবমন্তো যবঞ্চিদ্, যথা দান্ত্যনুপূর্ব্বং বিয়ুয়। ইহেহৈষাং কৃণুহি ভোজনানি যে বর্হিষো নম উক্তিং ন জগ্মুঃ স্বাহা॥ ইদং কুবেরায়।" ঈশান—ওঁ তমীশানং জগতস্তস্থুষস্পতিং ধিয়ঞ্জিন্বমবসে হূমহে বয়ম্। পূষা নো যথা বেদসামসদ্ বৃধে, রক্ষিতা পায়ুরদব্ধঃ স্বস্তয়ে স্বাহা॥ ইদমীশানায়।" ব্রহ্মা—"ওঁ আব্রহ্মন্ ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চসী জায়তা মা রাষ্ট্রে রাজন্যঃ শূর ইষব্যোঽতিব্যাধি মহারথো জায়তাং, দোগ্ধ্রী ধেনুর্ব্বোঢ়াঽনড়ানাশুঃ সপ্তিঃ পুরন্ধির্যোষা, বিষ্ণুরথেষ্ঠাঃ সভেয়ো যুবাঽস্য বীরো জায়তাং নিকামে নিকামে নঃ পর্জ্জন্যো বর্ষতু, ফলবত্যো ন ওষধয় পচ্যন্তাং যোগক্ষেমো কল্পতাং স্বাহা॥ ইদং ব্রহ্মণে।" অনন্ত—"ওঁ নমোঽস্তু সর্পেভ্যো যে কে চ পৃথিবীমনু। যে অন্তরীক্ষে যে দিবি তেভ্যঃ সর্পেভ্যো নমঃ স্বাহা॥ ইদমনন্তায়।" এইভাবে দিকপালহোম শেষ করে তারপর প্রত্যক্ষদেবতার হোম করবেন।

প্রত্যক্ষদেবতার হোম—"ওঁ লক্ষ্মৈ স্বাহা, ওঁ ক্রীং কালিকায়ৈ স্বাহা, ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ স্বাহা, ওঁ যাং যমুনায়ৈ স্বাহা, ওঁ মাং মনসায়ৈ স্বাহা, ওঁ শাং শীতলায়ৈ স্বাহা, ওঁ গ্রামাদেবদেবীভ্যো স্বাহা।" এরপর একটি ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করে মৃড়নামক অগ্নির আবাহন ক'রে পূর্ণাহুতি দেবেন। যথা—"ওঁ

অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি, ওঁ মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" মন্ত্রে আবাহন ক'রে "ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥" মন্ত্রে ধ্যান ক'রে পঞ্চোপচারে পূজা করবেন। যথা—"এষ গন্ধঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যং ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে স্বাহা।" তারপর ফলপুষ্প যুক্ত প্রচুর ঘি নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে (পরার্থে—যজমান সহ) শঙ্খ-ঘণ্টাদি বাদ্যসহকারে পূর্ণরূপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে মন্ত্রপাঠ সহকারে আহুতি দেবেন। যথা—"ওঁ মূর্দ্ধানং দিবো অরতিং পৃথিব্যা বৈশ্বানর মৃত আ জাতমগ্নিম্। কবিওঁ সমাজমতিথিং জননামাসন্না পাত্রং জনয়ন্ত দেবা স্বাহা॥" এরপর ব্রহ্মদক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ করবেন। যথা—বামহস্তে ভোজ্য স্পর্শ ক'রে— "বং এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্রে কুশোদকদ্বারা শোধন ক'রে—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্রে পুষ্পাদি দিয়ে অর্চনা ক'রে— "এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।" মন্ত্রে অর্চনা ক'রে উৎসর্গবাক্য পাঠ করবেন। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য মাঘে মাসি মকররাশিস্থে ভাস্করে শুক্লপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ হোমকর্ম্মসাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদদে।" মন্ত্রে উৎসর্গ ক'রে—"ওঁ চতুর্ব্বদনসম্ভূস্থ চতুর্ব্বেদকুটুম্বিনে। দ্বিজানুষ্ঠেয় সৎকর্ম্ম সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ॥ ওঁ ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানাম্ অন্তশ্চরসি পাবক। হব্যং বহসি দেবানামতঃ শান্তি প্রযচ্ছ মে॥ ওঁ পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব প্রতাপিংশ্চ হুতাশন। সাক্ষী ত্বং পুণ্যপাপানাং ধনঞ্জয় নমোঽস্তু তে॥" মন্ত্রে অগ্নিকে প্রণাম করবেন। পরে কুশদ্বারা গঙ্গাজল নিয়ে—"ওঁ ব্রহ্মন্ ক্ষমস্ব।" মন্ত্রে ব্রহ্মার বিসর্জন করবেন। পরে— "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ।" মন্ত্রে জল দিয়ে অগ্নির বিসর্জন ক'রে— "পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব।" মন্ত্রে অগ্নির ঈশানকোণে দুগ্ধ দেবেন। এরপর সরস্বতীর দক্ষিণা, বৈগুণ্য সমাধান ও অচ্ছিদ্রাবধারণ করবেন।

দক্ষিণান্ত—"বিষ্ণুরোম্ অদ্যেত্যাদি শ্রীসরস্বতী পূজাকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে

(পরার্থে—দদানি)।" হাতে একটু জল নিয়ে—"কৃতৈতৎ সরস্বতীপূজাকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু"—"ওঁ কৃতেঽস্মিন্ যদ্বৈগুণ্যজাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ॥" পরে করযোড়ে—"অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেত ধ্বরেষু যৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণু সম্পূর্ণস্যাদিতি শ্রুতিঃ॥" মন্ত্র পাঠ ক'রে প্রণাম করবেন। পরে হুতশেষ মিশ্রিত ভস্ম দিয়ে তিলক করবেন। আগে নারায়ণ শিলা ও ঘটে স্পর্শ করিয়ে নিজের ও যজমানের ললাটে—"ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং।" কণ্ঠে—"ওঁ জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং।" বাহুমূলে—"ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষং।" এবং হৃদয়ে—"ওঁ তন্মেঽস্তু ত্র্যায়ুষং।" মন্ত্রে তিলক দেবেন। পরে আপন বেদোক্ত মন্ত্রে শান্তি দেবেন।

সামবেদীয় হোম

উষ্ণীষ ও তিলকাদি ধারণ ক'রে পূর্বমুখে বসে দৈর্ঘ্য প্রস্থে একহাত পরিমাণ সমচতুষ্কোণ স্থানে বালি বিছিয়ে, আচমনাদি ক'রে, স্থণ্ডিলে রেখাকরণ করবেন। যথা—অঙ্গুষ্ঠদ্বারা একুশ আঙ্গুল মেপে স্থণ্ডিলের পশ্চিমে দুই আঙ্গুল উপরে কুশটি রাখবেন। এবার ওইভাবে বারো আঙ্গুল একটি কুশ মেপে একুশ আঙ্গুল কুশের দিকে নৈর্ঋতকোণ ঘেঁসে পূর্বমুখে রাখবেন। এবার সাত আঙ্গুল প্রমাণ একটি কুশ উত্তরমুখে রেখে তার পাশে একটি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ রাখবেন। এইভাবে সাত আঙ্গুল প্রমাণ একটি কুশ উত্তরমুখে রেখে আবার তার পাশে একটি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ পূর্বমুখে রাখবেন। পুনরায় তার পাশে একটি সাত আঙ্গুল কুশ উত্তরমুখে রেখে আবার একটি প্রাদেশ প্রমাণ কুশ পূর্বমুখে রাখুন। এবার কুশ স্থাপনের পর্যায়ক্রমে পাঁচটি রেখাকরণ করতে হ'বে ও প্রত্যেক রেখাকরণে যথাক্রমে পাঁচটি মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা—(১) "ওঁ রেখেয়ং পৃথ্বী দেবতাকা পীতবর্ণা।" (২) "ওঁ রেখেয়ং অগ্নি দেবতাকা লোহিতবর্ণা।" (৩) "ওঁ রেখেয়ং প্রজাপতি দেবতাকা কৃষ্ণবর্ণা।" (৪) "ওঁ রেখেয়ং ইন্দ্র দেবতাকা নীলবর্ণা।" (৫) "ওঁ রেখেয়ং সোমদেবতাকা শুক্লবর্ণা।"

এরপর দক্ষিণ হাতের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে প্রথম রেখা থেকে যথাক্রমে পূর্বোক্ত পাঁচটি রেখার মূলদেশের কিছু কিছু বালি নিয়ে—

"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা উৎকরনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।।" মন্ত্রে ঐ বালি ঈশানকোণে নিক্ষেপ করবেন।

বহ্নিস্থাপন—সন্নিহিত পাত্রের অগ্নি থেকে প্রজ্জ্বলিত কাঠ নিয়ে—"প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ। ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহঃ।" এই মন্ত্রে ঐ গৃহীত অগ্নি নৈর্ঋত কোণে নিক্ষেপ করবেন।

পুনরায় প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নিয়ে—"প্রজাপতির্ঋষির্ব্বৃহতীছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বরোম্।।" এই মন্ত্রে গৃহীত অগ্নিকে স্থণ্ডিলের উপর দক্ষিণাবর্তে পরিভ্রমণ করিয়ে তৃতীয় রেখার উপর নিজ অভিমুখে সংস্থাপন করবেন। পরে করযোড়ে মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ ইহৈবায়মিতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্। সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তঃ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখঃ। বিশ্বরূপো মহানগ্নি প্রণীত সর্ব্বকর্ম্মসু।।" অতঃপর অগ্নির ধ্যান করবেন। যথা—"ওঁ পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষঃ পীনাঙ্গজঠরোঽরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষসূত্রোঽগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ।।" ধ্যানান্তে—"অগ্নে ত্বং বলদ নামাসি।" এইরূপে অগ্নির নামকরণ ক'রে—"বলদ নামাগ্নে ইহগচ্ছ ইহগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" মন্ত্রে আবাহন ক'রে—"এষ গন্ধঃ বলদ নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ পুষ্পম্ বলদ নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ বলদ নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ বলদ নামাগ্নয়ে নমঃ, ইদং হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ বলদ নামাগ্নয়ে স্বাহা।" মন্ত্রে পূজা ক'রে পরে অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠদ্বারা আস্তৃত কুশাসন থেকে একগাছি কুশ নিয়ে— "প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা তৃণনিরসনে বিনিয়োগঃ। ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ।।" এই মন্ত্রে ঐ কুশ নৈর্ঋতকোণে নিক্ষেপ করবেন। পরে বাম পায়ের উপর ডান পা স্থাপন ক'রে উত্তরমুখ হ'য়ে বৃত ব্রহ্মা আপন কুশাসন জল দিয়ে অভ্যুক্ষণ ক'রে—"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা ব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ আ বসোঃ সদনে সীদ।" ("ওঁ সীদামি।" প্রতিবচন।) এই মন্ত্র পাঠ ক'রে আসনে একবার ব'সে তখনই উঠে কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উত্তরাভিমুখে দাঁড়িয়ে থাকবেন। বৃত ব্রহ্মা না হ'লে নারায়ণ শিলাকেই ব্রহ্মারূপে কল্পনা করবেন।

অগ্নির পাশে আস্তৃত কুশ থেকে দু'টি সাগ্র কুশ নিয়ে পবিত্র বেঁধে—"প্রজাপতির্ঋষি পবিত্রে দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ, ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ।" এই মন্ত্রে ঐ পবিত্র প্রাদেশ প্রমাণ রেখে তার মূলের দিকে নখ ছাড়া ছেদন ক'রে সেটি বাম হাতের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দিয়ে ধ'রে— "প্রজাপতির্ঋষিঃ পবিত্রে দেবতে পবিত্রমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ।" এই মন্ত্রে ঐ পবিত্র জল দিয়ে অভ্যুক্ষণ ক'রে ঘৃতের আধার তাম্রাদি পাত্রে উত্তরাগ্র ক'রে স্থাপন ক'রে এই পাত্রে হোমের জন্য ঘৃত রাখবেন। তারপরে এই পাত্রের উপর স্থাপিত অধোমুখ ডান হাতের উপর বামহাত অধোমুখে রেখে ঐ পবিত্রের অগ্রভাগ ডান হাতের অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠাদ্বারা ধ'রে পরবর্তী মন্ত্র পাঠ করবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ আজ্যং দেবতা আজ্যোৎপবনে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবস্ত্বা সবিতোৎপুনাত্বচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ। বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা।।" তারপরে এই পবিত্রটিতে জলের ছিটা দিয়ে অগ্নিতে অমন্ত্রক নিক্ষেপ করবেন।

উদকাঞ্জলিসেক—ডান হাঁটু ভূমিতে স্থাপন এবং বাম হাঁটু উঁচু ক'রে রেখে জলাঞ্জলি নিয়ে—"প্রজাপতির্ঋষিরদিতির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতেঽনুমন্যস্ব।।" এই মন্ত্রে স্থণ্ডিলের দক্ষিণ ভাগে নৈর্ঋত থেকে অগ্নিকোণ পর্যন্ত জলাঞ্জলির ধারা দেবেন। আবার জলাঞ্জলি নিয়ে—"প্রজাপতির্ঋষিরনুমতির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে অনুমন্যস্ব।।" এই মন্ত্রে অগ্নির পশ্চিমে নৈর্ঋত থেকে বায়ুকোণ পর্যন্ত ধারা দেবেন। পুনরায় জলাঞ্জলি নিয়ে—"প্রজাপতির্ঋষিসরস্বতী দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যঽনুমন্যস্ব।।" এই মন্ত্রে স্থণ্ডিলের উত্তরে বায়ুকোণ থেকে ঈশানকোণ পর্যন্ত ধারা দেবেন। আবার জলাঞ্জলি নিয়ে—"প্রজাপতির্ঋষিসবিতাদেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেবঃ সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূ কেতন্নঃ পুনাতুবৃহস্পতির্ব্বাচন্নঃ স্বদতু।।" এই মন্ত্রে গৃহীত জলাঞ্জলি দিয়ে দক্ষিণাবর্তে অগ্নিকে বেষ্টন করবেন। পরে প্রকৃত কর্ম, মহাব্যাহৃতি হোম, উদীচ্য কর্ম ও নবগ্রহ হোম করবেন।

প্রকৃত কর্ম—প্রকৃত কর্ম অর্থাৎ যে উদ্দেশে কুশণ্ডিকা সেই প্রধান কর্ম সমাধা করবেন। সঙ্কল্প—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাসি শুক্লেপক্ষে পঞ্চম্যাং

তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীসরস্বতীপূজাকর্ম্মাঙ্গীভূতহোমকর্ম্মণি—ঐং সরস্বত্যৈ স্বাহেতি ইত্যাদিনা মন্ত্রেণ অষ্টোত্তর শতসংখ্যক (বা অষ্টাবিংশতি সংখ্যক) সাজ্য-বিল্বপত্রৈঃ হোমমহং করিষ্যে।" সঙ্কল্পান্তে মহাব্যাহৃতি হোম ক'রে একশ' আটটি (বা আঠাশটি) বিল্বপত্র দান করবেন।

মহাব্যাহৃতি হোম—"প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষিরুষ্ণিক্ছন্দোবায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ সূর্য্যো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষির্ব্বৃহতীছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥"

উদীচ্য কর্ম—প্রকৃত কর্মের বৈগুণ্য প্রশমনের জন্য প্রায়শ্চিত্তহোমাদি স্বরূপ শেষ কর্মকে উদীচ্য কর্ম বলে। পাশে রাখা জলপাত্রে হাত রেখে সঙ্কল্প করবেন।যথা— "অদ্যেত্যাদি অমুকদেবশর্ম্মণঃ সরস্বতীপূজাভূতহোমকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় মহাব্যাহৃতিভিঃ প্রায়শ্চিত্তহোমমহং করিষ্যামি।" সঙ্কল্পের পর নিম্নলিখিত মন্ত্রগুলি পাঠ করবেন। মন্ত্র, যথা—"প্রজাপতির্ঋষিরগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহি নো অগ্ন এনসে স্বাহা। প্রজাপতির্ঋষির্বিশ্বেদেবা দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞং পাহি বিভাবসো স্বাহা॥ ওঁ প্রজাপতির্ঋষিঃ শতক্রতুর্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সর্ব্বং পাহি শতক্রতু স্বাহা॥ ওঁ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহি নো অগ্ন একয়া পাহ্যুত দ্বিতীয়য়া। পাহ্যূর্জ্জ তৃতীয়য়া পাহি গীভিশ্চতসৃভির্ব্বসো স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পুনরূর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব, পুনরস্ব ইষায়ুষা। পুনর্ণঃ পস্য হংসঃ স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ॥ ওঁ সহরর্য্যা নিবর্ত্ত স্বাগ্নে পিন্বস্বধারয়া। বিশ্বপস্না বিশ্বতস্পরি স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ অগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনাজ্ঞাতং যজ্ঞস্য ক্রিয়তে মিথ। অগ্নে তদস্য কল্পয়, ত্বং হি বেত্থ যথাতথং স্বাহা॥ প্রজাপতির্ঋষিঃ পঙ্ক্তিশ্ছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেবতান্যন্যো, বিশ্বা জাতানি পরিতা বভুব। যৎ কামাস্তে জূহুম-

স্তন্নো অস্তু, বয়ং শ্যাম পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা॥" এরপরে আবার মহাব্যাহৃতি হোম ক'রে নবগ্রহ হোম করবেন।

নবগ্রহ হোম—"ওঁ আকৃষ্ণেণ রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হিরণ্ময়েন সবিতা রথেনা, দেব যাতি ভুবনানি পশ্যন্ স্বাহা॥ ইদং সূর্য্যায়। ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে, বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যম্। ভবা বাজস্য সংগথে স্বাহা॥ ইদং সোমায়। ওঁ অগ্নির্মূর্দ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং রেতাংসি জিন্বতি স্বাহা॥ ইদং মঙ্গলায়। ওঁ অগ্নে বিবস্বদুষসশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্ত্য। আ দাসুষে জাতবেদো, বহাত্ব, মদ্যা দেবা উষর্ব্বুধং স্বাহা॥ ইদং বুধায়। ওঁ বৃহস্পতে পরিদীয়া রথেন, রক্ষোহাঽমিত্রাঁ অপবাধমানঃ। প্রভঞ্জনং সেনাং প্রমৃণো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতা রথানাং স্বাহা॥ ইদং গুরবে। ওঁ শুক্রন্তে অন্যদ্, যজতং তে অন্যৎ, বহুরূপে অহনী দ্যৌরিবাসি। বিশ্বা হি মায়া অবসি স্বধাবন্, ভদ্রা তে পূষন্নিহ রাতিরস্তু স্বাহা॥ ইদং শুক্রায়। ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে, শন্নোভবন্তু পীতয়ে। শং যোরভি স্রবন্তু নঃ স্বাহা॥ ইদং শনৈশ্চরায়। ওঁ কয়ানশ্চিত্র আভুব দূতি সদা বৃধঃ সখা। শচিষ্টয়া বৃতা স্বাহা॥ ইদং রাহবে। ওঁ কেতুং কৃন্বন্নকেতবে, পেশোমর্য্যা অপেশসে। সমুষদ্ভিরজায়থা স্বাহা॥ ইদং কেতবে।" পরে দশদিকপালের হোম করবেন।

দিকপাল হোম—ইন্দ্র—"ওঁ ত্রাতারমিন্দ্রমবিতারমিন্দ্রং হবে হবে সুহবং শূরমিন্দ্রম্। হুবে শক্রং পুরুহূতমিন্দ্রং হবির্ম্মঘবা বেত্বিন্দ্রং স্বাহা॥" অগ্নি—"ওঁ অগ্নিং ধৃতং বৃণামহে হোতারং বিশ্ববেদসম্। অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুঃ স্বাহা॥" যম—"ওঁ নাকে সুপর্ণমুপ যত পতন্তং হৃদা বেমন্তোঽভ্য চক্ষত ত্বা। হিরণ্যপক্ষং বরুণস্য দূতং যমস্য যোনৌ শকুনং ভূরণ্যুং স্বাহা॥" নৈর্ঋত—"ওঁ বেথাহি নির্ঋতীনাং বজ্রহস্তপরিবৃজম্। অহরহঃ শুন্ধ্যুঃ পরিদদামি স্বাহা॥" বরুণ—"ওঁ আ নো মিত্রা বরুণা ঘৃতৈর্গব্যূতিমুক্ষতম্। মধ্বা রজাংসি সুক্রতু স্বাহা॥" বায়ু—"ওঁ বাত আ বাতু ভেষজং শম্ভু ময়োভু নো হৃদে। প্র ণ আয়ুংষি তারিষৎ স্বাহা॥" কুবের—"ওঁ ক্কেয়থ ক্কেদসি পুরুত্রাচিদ্ধিতে নমঃ। অলযিযুধ্মা খজকৃৎ পুরন্দর, প্রগায়ত্রা অগাসিষুঃ স্বাহা॥" ঈশান—"ওঁ অভি ত্বা শূর নোনুম অদুগ্ধা ইব ধেনবঃ। ঈশানমস্য, জগতঃ স্বদৃশমীশানমিন্দ্র তস্থুষঃ স্বাহা॥" ব্রহ্মা—"ওঁ ব্রহ্ম জজ্ঞানং প্রথম পুরস্তাদ্বি সমিতঃ সুরুচো বেন আবঃ। স বুধ্ন্যা উপমা অস্য বিষ্ঠাঃ সতশ্চ যোনিমসশ্চবিবঃ

স্বাহা।।" অনন্ত—"ওঁ চর্ষণী ধৃতঃ মঘবানমুক্থমিন্দ্রং গিরো বৃহতীরভানূষত। বানধানং পুরুহূতং সুবৃক্তিভিরমর্ত্ত্যং জরমাণং দিবে দিবে স্বাহা।।" এরপর প্রত্যক্ষ দেবতাদের হোম করবেন।

প্রত্যক্ষদেবতাদের হোম—"ওঁ গণেশায় স্বাহা, ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা, ওঁ চতুর্ব্বেদেভ্যো স্বাহা, ওঁ অষ্টাদশপুরাণেভ্যো স্বাহা, ওঁ সর্ব্বশাস্ত্রেভ্যো স্বাহা, ওঁ লেখনীমস্যাধারাদিভ্যো স্বাহা, ওঁ নারায়ণায় স্বাহা, ওঁ শিবায় স্বাহা, ওঁ গাং গঙ্গায়ৈ স্বাহা, ওঁ যাং যমুনায়ৈ স্বাহা, ওঁ শীতলায়ৈ স্বাহা, ওঁ মনসায়ৈ স্বাহা, ওঁ গ্রাম্যদেবদেবীভ্যো স্বাহা।"

এরপর আবার মহাব্যাহৃতি হোম ক'রে একটি ঘৃতাক্ত সমিধ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করবেন। তারপর ডান হাঁটু মাটিতে রেখে হাতে জলাঞ্জলি নিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিস্ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ সবিতাদেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায়। দিব্যো গন্ধর্ব্বঃ কেতপূঃ কেতন্ন পুনাতু বাচস্পতির্ব্বাচন্নঃ স্বদত।।" এর পরে আবার জলাঞ্জলি নিয়ে স্থণ্ডিলের দক্ষিণদিকে পশ্চিমদিক থেকে পূর্বদিক পর্যন্ত মন্ত্র পড়তে পড়তে জলধারা দেবেন। যথা—"ওঁ প্রজাপতির্ঋষিরদিতির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতে অন্বমংস্থাঃ।।" আবার জলাঞ্জলি নিয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে অগ্নির পূর্বদিক থেকে দক্ষিণদিক দিয়ে উত্তরদিক পর্যন্ত জলধারা দেবেন। যথা— "প্রজাপতির্ঋষিরনুমতির্দ্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে অন্বমংস্থাঃ।।" আবার মন্ত্র পড়তে পড়তে জলাঞ্জলি নিয়ে অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চিমকোণ থেকে পূর্বদিক পর্যন্ত জলধারা দেবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষিঃ সরস্বতীর্দ্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যন্বমংস্থাঃ।।" এরপর চিৎ-করা দুটো হাত মুষ্টিবদ্ধ ক'রে প্রাদেশপ্রমাণ কয়েকটি কুশ নিয়ে বারংবার মন্ত্র পড়তে পড়তে তিনবার কুশের অগ্র, মধ্য এবং মূলদেশ ঘৃতাক্ত করবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্ব্বায়োর্দ্দেবতা দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অক্তং রিহানা ব্যন্তু বয়।।" পরে ঐ কুশগুলিতে জলের ছিটা দিয়ে মন্ত্র পড়ে আহুতি দিয়ে দর্ভজুটিকা হোম করবেন। যথা—

"প্রজাপতির্ঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ রুদ্রদেবতা দর্ভজুটিকা হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ যঃ পশূনামধিপতিরুদ্রস্তান্তিচরো বৃষা। পশূনস্মাকং হিংসীরেতদস্তু হুতং তব স্বাহা।।" এরপর 'মৃড়' নামক অগ্নির আবাহন ক'রে পূর্ণাহুতি দেবেন। যথা—"ওঁ অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি। মৃড়নামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ, ইহসন্নিধেহি, ইহসন্নিরুধ্যস্ব, অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।" মন্ত্রে আবাহন ও "পিঙ্গভ্রূশ্মশ্রুকেশাক্ষ" ইত্যাদি মন্ত্রে ধ্যান ক'রে পঞ্চোপচারে পূজা করবেন। যথা—"ওঁ এষ গন্ধঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ পুষ্পম্ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ ধূপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এষ দীপঃ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে নমঃ, এতৎ হবির্নৈবেদ্যম্ ওঁ মৃড়নামাগ্নয়ে স্বাহা।।" পূর্ণাহুতি—এরপর ফল ও পুষ্পযুক্ত ঘৃত নিয়ে (পরার্থে—যজমানসহ) দণ্ডায়মান হয়ে শাঁখ-ঘণ্টা ইত্যাদি বাদ্যসহকারে পূর্ণরূপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে মন্ত্র পড়ে আহুতি দেবেন। যথা—"প্রজাপতির্ঋষির্ব্বিরাড়্‌গায়ত্রীছন্দো ইন্দ্রোদেবতা যশস্কামস্য যজ্ঞীয়প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ণহোমং যশসে জুহোমি, যোঽস্মৈ জুহোতি, বরমস্মৈ দদাতি, বরং বৃণে, যশসা ভামি লোকে স্বাহা।।" তারপর ব্রহ্মদক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যোৎসর্গ করবেন। যথা—বাম হাতে ভোজ্য স্পর্শ ক'রে—"বং এতস্মৈ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্রে কুশোদক দিয়ে শোধন ক'রে— "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যায় নমঃ।" মন্ত্রে পুষ্প দিয়ে পূজা ক'রে— "এতদধিপতয়ে দেবায় ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ।" মন্ত্রে স্পর্শ করে উৎসর্গ বাক্য পাঠ করবেন। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য মাঘে মাসি মকররাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যান্তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ হোম কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রানুকল্পভোজ্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রহ্মণে অহং সম্প্রদদে।" ব'লে দক্ষিণান্ত ক'রে— "ওঁ চতুর্ব্বদনসম্বন্ধ চতুর্ব্বেদকুটুম্বিনে। দ্বিজানুষ্ঠেয় সৎকর্ম্ম সাক্ষিণে ব্রহ্মণে নমঃ।। ওঁ ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসিপাবক। হব্যং বহসি দেবানামতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে।। ওঁ পিঙ্গাক্ষ লোহিতগ্রীব প্রতাপিংশ্চ হুতাশন। সাক্ষী ত্বং পুণ্যপাপানাং ধনঞ্জয় নমোঽস্তু তে।।" এই মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে অগ্নিকে প্রণাম করবেন। তারপর কুশোদক দিয়ে— "ওঁ ব্রহ্মণ্ ক্ষমস্ব।" মন্ত্রে ব্রহ্মার বিসর্জন ও গ্রন্থিমোচন করবেন। তারপরে— "ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ।" ব'লে জল দিয়ে অগ্নি বিসর্জন ক'রে— "ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব।" মন্ত্রে

ক'রে— "ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব।" মন্ত্রে ঈশানকোণে অগ্নিতে দধি দেবেন। পরে মূল দক্ষিণান্ত করবেন। যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাসি মকররাশিস্থে ভাস্করে শুক্লেপক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ শ্রীসরস্বতীপূজাঙ্গীভূতহোমকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ডং যথাসম্ভবগোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং সম্প্রদদে।" এবপর অচ্ছিদ্রাবধারণ করবেন। যথা—"কৃতৈতৎ শ্রীসরস্বতীপূজাকর্ম্মাঙ্গীভূত হোমকর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।" বৈগুণ্য সমাধান—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য মাঘে মাসি শুক্লেপক্ষে পঞ্চম্যাং তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা কৃতৈতৎ শ্রীসরস্বতীপূজাকর্ম্মাঙ্গীভূতহোমকর্ম্মণি যদ্ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণোর্নামস্মরণমহং করিষ্যে।" এবার "ওঁ বিষ্ণুঃ"—দশবার জপ ক'রে প্রণাম করবেন। পরে ঘৃতশেষে মিশ্রিত ভস্ম দিয়ে ললাটে—"ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষং।" কণ্ঠে—"জমদগ্নেস্ত্র্যায়ুষং।" বাহুমূলে—"ওঁ যদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষম্।" এবং হৃদয়ে—"ওঁ তন্মেহস্তু ত্র্যায়ুষং।" মন্ত্রে তিলক দিবেন। পরে দক্ষিণান্ত ও বিসর্জনকৃত্য সমাপন ক'রে শান্তি দেবেন।

দক্ষিণান্ত

একটি পাত্রে দক্ষিণাদ্রব্য রেখে— "বং এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ।" এই মন্ত্র তিনবার ব'লে তিনবার জলের ছিটা দিয়ে উৎসর্গ বাক্য পাঠ ক'রে কুশোদক দেবেন। যথা—"বিষ্ণুরোঁ তৎসদদ্য মাঘে মাসি শুক্লেপক্ষে শ্রীপঞ্চম্যাং তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মন্ অমুক গোত্রস্য অমুকস্য শ্রীশ্রীসরস্বতী দেবি প্রীতিকামঃ শ্রীশ্রীসরস্বতী-লেখনীমস্যাধারঃ পূজাতদ্ধোমকর্ম্মণ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং (হরীতকী ফলং বা) শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথাসম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে।" (পরার্থে—'দদানি' উচ্চারণ করবেন)।

বিসর্জনকৃত্য

নিত্যক্রিয়া সমাপন ক'রে সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, আসনশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, ইত্যাদি ক'রে গণেশাদি পঞ্চদেবতার পূজার পর দেবীর দশোপচারে বা যথাশক্তি উপচারে

পূজা ক'রে দধিকরম্ব নিবেদন ক'রে আরাত্রিকাদি-পূর্বক ঈশানকোণে ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করতঃ সংহার মুদ্রাযোগে ঘটের পুষ্প গ্রহণ ক'রে আঘ্রাণ নিয়ে দেবীকে আপন হৃদয়ে স্থাপনপূর্বক পুষ্পটি ঐ ত্রিকোণ মণ্ডলে স্থাপন ক'রে বলবেন—"সরস্বতী ক্ষমস্ব।" এরপর নির্মাল্য নিয়ে—"নির্ম্মাল্যবাসিন্যৈ নমঃ।" মন্ত্রে নির্মাল্যবাসিনীর পূজা ক'রে করযোড়ে পাঠ করবেন—"ওঁ উত্তরে শিখরে দেবী ভূম্যাং পর্ব্বতবাসিনী। ব্রহ্মযোনি সমুৎপন্নে গচ্ছ দেবী মমান্তরম্।। ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং দেবি স্বস্থানং পরমেশ্বরি। সংবৎসর ব্যতীতে তু পুনরাগমণায় চ।।" ব'লে ঘট ও প্রতিমা কিছুটা সরিয়ে সূত্র কেটে দেবেন।

শান্তিকর্ম (সামবেদীয়)

"মহাবামদেবা ঋষির্ব্বিরাড়্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ ইন্দ্রদেবতা শান্তি কর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুব দূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা। ওঁ কস্ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসদন্ধসঃ। দৃঢ়া চিদারুজে বসু।। ওঁ অভী ষু নঃ সখীনাং, সবিতা জরিতৃণাম্ শতাং ভব স্যূতয়ে।। ওঁ দ্যৌঃ শান্তি, অন্তরীক্ষ শান্তি, পৃথিবী শান্তি, আপঃ শান্তি, ওষধয়ঃ শান্তি। বনস্পতয়ঃ শান্তি, বিশ্বেদেবা শান্তি, ব্রহ্মাং শান্তি, সর্ব্বং শান্তি, শান্তিরেব শান্তি। ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি।।"

শান্তিকর্ম (যজুর্বেদীয়)

"ওঁ ঋচং বাচং প্রপদ্যে, মনো যজুং প্রপদ্যে, সাম প্রাণং প্রপদ্যে, চক্ষুঃ শোত্রং প্রপদ্যে, বাগৌজঃ সহজোময়ি প্রাণাপানয়োর্যন্মেচ্ছিদ্রং চক্ষুষোহৃদয়স্য, নমসোব্যতিতীর্ণং বৃহস্পতির্মে দধাতু, শন্নো ভবতু, ভুবনস্য যস্পতিঃ।। ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দ্দধাতু।। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি।"

—ইতি সরস্বতী পূজা পদ্ধতি সমাপ্তম্—

কতিপয় বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়

· নিষিদ্ধ পুষ্প—শুধুমাত্র আতপচাল দিয়ে বিষ্ণুর, তুলসী দিয়ে গণেশের ও দুর্গার এবং বিল্বপত্র দিয়ে সূর্য্যের পূজা করতে নেই। বিষ্ণু পূজাতে আকন্দ ফুল, ধুতুরা ফুল দেবেন না। কিন্তু প্রমাণান্তরে দুর্গাপূজায় দূর্বার বিশেষ বিধি থাকায়, শ্বেত দূর্বা ও দূর্বাকে পুষ্প জ্ঞান ক'রে পূজা করবেন। কখনও রক্তচন্দন ও রক্তপুষ্প এবং বিল্বপত্র দিয়ে বিষ্ণুর পূজা করবেন না। কুন্দ, নবমল্লিকা, যুথী, বন্ধুক, কেতকী, রক্তজবা, সন্ধ্যামালতী, কুমকুম, শেফালী, কুমুদ ও রক্তকরবী ফুল দিয়ে শিবপূজা করবেন না। পীতঝিন্টি, শ্বেতঝিন্টি, টগর, শ্বেতজবা, তুলসী, মন্দার, কহ্লার, তমাল, কুশ ও কাশ ফুল দিয়ে দেবীর পূজা করবেন না।

নৈবেদ্য—দেবতার দক্ষিণে, বামে ও সম্মুখে নৈবেদ্য দান করবেন ; পশ্চাতে দেবেন না।

পঞ্চরত্ন—মণি, মুক্তা, প্রবাল, রৌপ্য ও স্বর্ণ—এগুলিকে ঋষিরা পঞ্চরত্ন বলেন।

পঞ্চশস্য—ধান, মাষকলাই, তিল, মুগ ও যব—এগুলিই পঞ্চশস্য।

—ফর্দমালা—

সিদ্ধি, সিন্দূর, সাদাসূতা, ঘট, সশীষ ডাব ১, কুণ্ডুহাঁড়ি, তীর ৪, তেকাঠা ১, দর্পণ ১, আতপ চাউল ১ সরা, আমের পল্লব ১, পঞ্চগুঁড়ি, পঞ্চশষ্য, পঞ্চরত্ন, পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, মাটি, পূজার শাড়ী ১, ঘটের গামছা, বরণ ডালা ১, পূজার ধুতি ১, কাঁচাদুধ, থালা ১, গেলাস ১, আসনাঙ্গুরী, মধুপর্ক ২ দফা, চাঁদমালা বড় ১, ছোট ১, নৈবেদ্য বড় ৪ খানা, ছোট ৩৫ খানা, মালা, আবীর, অভ্র, আমের মুকুল, যবের শীষ, দোয়াত-কমল, রচনা, মুড়কি ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি, ধূপ, দীপ, পুষ্পাদি, তিল, হরিতকী, হোমের বালি, কাঠ, পাটকাঠি, বিল্বপত্র ১০৮টি অথবা ২৮টি, গব্যঘৃত, পূর্ণপাত্র, দক্ষিণা।

—ঃ সরস্বতী পূজার পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র ঃ—

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—"ওঁ জয় জয় দেবি চরাচরসারে, কুচযুগশোভিতমুক্তাহারে।। বীণাপুস্তকরঞ্জিতহস্তে, ভগবতী ভারতী দেবি নমস্তে।। এষ সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ওঁ ঐং শ্রীশ্রীসরস্বতীদেব্যৈ নমঃ।। ওঁ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে। বিদ্যারূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তুতে।। এষ সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি।। "ওঁ সা মে ভবতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তকধারিণী। মুরারীবল্লভাং দেবী সৰ্ব্ব শুক্লা সরস্বতী।। এষ সচন্দন গন্ধপুষ্পাঞ্জলি ইত্যাদি।।"

প্রণাম মন্ত্র—"ওঁ সরস্বত্যৈ নমো নিত্যং ভদ্রকাল্যৈ নমো নমঃ। বেদবেদাঙ্গ বেদান্ত বিদ্যাস্থানেভ্য এব চ।।"

পুষ্পাঞ্জলি মন্ত্র—(দ্বিতীয় প্রকার)—"যা কুন্দেন্দু তুষারহার ধবলা যা শ্বেত পদ্মাসনা। যা বীণাবরদণ্ড মণ্ডিত ভূজা যা শুভ্রবস্ত্রাবৃতা।। যা ব্রহ্মাচ্যুত শঙ্করঃ প্রভৃতিভির্দ্দেবগণৈঃ বন্দিতা। সা মাং পাতু ভগবতী সরস্বতী নিঃশেষ জাড্যাপহা।। সা মে বসতু জিহ্বায়াং বীণাপুস্তকধারিণী। মুরারী বল্লভাং দেবীং সৰ্ব্বশুক্লা-সরস্বতী।। সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে। বিদ্যারূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমোঽস্তু তে।।"

সাধারণের পুষ্পাঞ্জলি—জল নিয়ে হাত ধুয়ে করযোড়ে মন্ত্র পাঠ করাবেন—"নমঃ অপবিত্রো পবিত্র বা সৰ্ব্বাবস্থাং গতোঽপি বা। যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তর শুচিঃ।। নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ, নমো বিষ্ণুঃ।" পরে পুষ্প নিয়ে—"নমঃ ভদ্রকাল্যৈ নমো নিত্যং সরস্বত্যৈ নমো নমঃ। বেদ-বেদাঙ্গ-বেদান্ত-বিদ্যা-স্থানেভ্য এব চ।। এষ সচন্দন পুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলি সরস্বত্যৈ দেব্যৈ নমঃ।" তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দেওয়াবেন পরে প্রণাম করাবেন।

প্রণাম মন্ত্র—"নমঃ সরস্বতি মহাভাগে বিদ্যে কমললোচনে। বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি নমস্তে।। নমঃ জয় জয় দেবি চরাচরসারে, কুচযুগশোভিত মুক্তাহারে। বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে। ভগবতি ভারতী দেবী নমস্তে।।" (ব্রাহ্মণদের 'নমঃ' শব্দের পরিবর্তে 'ওঁ' বলাবেন।)